*দীঘার তটে কাব্য পাঠে *স্মৃতি স্মারক* আন্তর্জাতিক কবি সম্মিলন ২০২৪* দীঘা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

বাংলা কবিতা

দীঘার তটে কাব্য পাঠে

স্মৃতি স্মারক

আন্তর্জাতিক কবি সম্মিলন-২০২৪
দীঘা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সম্পাদনায়
পলাশ দেবনাথ (চারণ কবি) (বাংলাদেশ)

সহযোগিতায়
সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় (পীযূষ কবি) ভারত
পরিতোষ ভৌমিক (অমায়িক কবি) ভারত

পিডিএফ সংস্করণ	: নভেম্বর ২০২৪ খ্রি.
সম্পাদনায়	: পলাশ দেবনাথ, (চারণ কবি) বাংলাদেশ
সহযোগিতায়	: সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় (পীযূষ কবি) ভারত পরিতোষ ভৌমিক (অমায়িক কবি) ভারত
প্রচ্ছদ	: পার্থ দেবনাথ (আলোকচিত্র দীঘা অনুকরণে)
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়	: বিশ্বজিৎ শাসমল (স্বপ্নচর)
বিশেষ কৃতজ্ঞতায়	: আশফাকুর রহমান পল্লব বিভূতি দাস কবীর হুমায়ুন
বইটির সর্বস্বত্ত্ব	: https://www.bangla-kobita.com/

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

আন্তর্জাতিক কবি সম্মিলন ২০২৪

দীঘা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বাংলা কবিতা ডটকম ওয়েবসাইটের
সদস্যদের কলমে রচিত স্মৃতি স্মারক পিডিএফ প্রকাশনা

দীঘার তটে
কাব্য পাঠে

সম্পাদনায়
পলাশ দেবনাথ (চারণ কবি), বাংলাদেশ

সহযোগিতায়
সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় (পীযূষ কবি) ভারত
পরিতোষ ভৌমিক (অমায়িক কবি) ভারত

উৎসর্গ

সদ্য প্রয়াত কবি রিনা বিশ্বাস
ও বাংলা কবিতা ডট কম এর
সকল কবি পাঠক এবং শুভাকাঙ্খী সকলের প্রতি।

শুভেচ্ছা বার্তা

বাংলা কবিতা ডট কম (ভারত শাখা) আয়োজিত দীঘা আন্তর্জাতিক কাব্য বাসর ও কবি সম্মিলন ২০২৪ এর সাগর সৈকতের কাব্য উৎসব মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি মহোদয় এবং আয়োজক কবি ও কাব্য উৎসাহীগণ সহ উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন সহ অশেষ শুভেচ্ছা জানাই। এই মুহূর্তে আমি আশফাকুর রহমান পল্লব, দীঘার মঞ্চ থেকে প্রায় ৭৭১৭ মাইল বা ১২৪১৯ কিলো মিটার দূরে অবস্থান করেও মনের একান্ত অনুভবে আপনাদের সাথেই আছি। দূরত্ব যাইহোক না কেন কাব্যপ্রেমের একান্ত অনুভবে সব কিছু ছোঁয়া সম্ভব বলেই আমি মনে করি।
ভাবতে ভীষণ ভালো লাগছে যে, আমার ১৫ বছর আগের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আজ সারা বিশ্বের বাঙালি মননের স্ফুরনে, প্রতিনিয়ত যত্নে যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে আপনাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও পরিশ্রমকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিগত করোনা কালে আমরা আপনজন সহ বহু মানুষ কে হারিয়েছি, শোক গ্রস্থ হয়েছি। যখন সারা বিশ্ব এক দুরন্ত বিভীশিখার সামনে দাঁড়িয়ে সময় গুনেছে, সেই ক্রান্তি কালেও আপনাদের সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা কবিতার আসর। এটাযে কত বড় এক বিষয় তা এক কথায় বলে বুঝানো সম্ভব না ।

রবীন্দ্র নাথের ভাষায় বলতে পারি
“ স্বপ্ন আমার জোনাকি, দীপ্ত প্রাণের মনিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে, উড়িছে আলোর কণিকা “

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

কবিতা শুধুমাত্র ভাব জগতের কথাই বলে না, সমাজের প্রতিদিনের ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধ করে কাব্য লিপির মাধ্যমে, আলাদা আলাদা অনুভবের বাস্তবতায়। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের কবিতা আসরের অংশ গ্রহণকারী কবিগনের প্রতিদিনের সঞ্চয় সত্যিই এই অশান্ত গ্রহে আলোর কণিকা স্বরূপ। এই আলোর কণিকা থেকেই হয়ত আগামীতে কোনদিন এক উজ্জ্বল আলো দীপ্ত হয়ে উঠবে। নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে আপনাদের একনিষ্ঠ কাব্য ভাবনার স্পৃহায়; সময়ের পাতায় পাতায়। বিভেদের জগতে আপনাদের এই কবিতার বাণী আশাকরি একদিন একতার বন্ধনে আবদ্ধ করবে আমাদের সবাইকে।

পরিশেষে, আপনাদের প্রতি এই অনুরোধ রইল যে আপনারা যাঁরা প্রতিদিন বাংলা কবিতা ডট কমের আসরে আসেন তাঁরা এই আসরকে কীভাবে আরো সুন্দর ও উপযোগী করে তোলা যায় সে বিষয়ে আলোচনার পাতায় আপনাদের পরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন।

আজকের এই কাব্য বাসরে উপস্থিত সকল সুধিবৃন্দ কে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং এই মহতী অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদান্তে
আশফাকুর রহমান পল্লব।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

প্রধান এডমিন
বাংলা কবিতা.কম
১৬ নভেম্বর ২০২৪, ০১ অগ্রহায়ণ ১৪৪১ বাংলা

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

শুভেচ্ছা বার্তা

বাংলা কবিতা ডটকম, কবি ও কবিতা বিষয়ক একটি ওয়েব পোর্টালের চেয়ে আরো বেশি কিছু। আমরা বলি, বাংলা কবিতা ওয়েবসাইট একটি কবি-পরিবার। এ পরিবারের সদস্যদের মাঝে রক্তের সম্পর্কের বন্ধন না থাকলেও; একটি সূক্ষ্ম এবং শক্ত আত্মিক সম্পর্ক বিরাজমান। এহেন সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়, সময়ে সময়ে কবিদের বিভিন্ন সম্মিলনের অনুষ্ঠানে। ঐ সকল বাস্তব অনুষ্ঠানে পরস্পরকে ছুঁয়ে দেখার আলাদা আনন্দ এবং অপার্থিব অনুভূতি আস্বাদ লাভ করি।

বাংলা কবিতা ডটকম-এর ভার্চুয়াল প্লাটফর্মকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক পরিচিতি এবং আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মানসে কবিদের প্রথম আড্ডাটি শুরু হয় ২০১৪ সালের ২৪ মে, শনিবার: ঢাকার ধানমন্ডি স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টে। এই ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশ অংশে, ২০১৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বড় কলবরে সার্থকতার সাথে "কবিদের মিলনমেলা-২০১৮" আয়োজন করা হয়েছিলো। এরপর, ২০২০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী, ঢাকা যাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল অডিটরিয়ামে অতঃপর, ২০২৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি, সোমবার সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্র ভবন, বাংলা কবিতা ডটকম-এর কবিদের "বাংলা কবিতা আন্তর্জাতিক কবি সম্মিলন-২০২৩" অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪ সালের ২৩ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার; শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়- এ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাড়িয় প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স রুমে'বাংলা কবিতা আন্তর্জাতিক কবি সম্মিলন-২০২৪, তারই ধারাবাহিকতায় আজ ১৬ নভেম্বর ২০২৪ শনিবার, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ দীঘায় অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক কবি সম্মিলন-২০২৪। আশা করি, আগামীতেও বাংলা কবিতা ডটকম-এর কবিগণ এরূপ আয়োজনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবেন।

কবীর হুমায়ূন

শুভেচ্ছা বার্তা

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

ভালোবাসার পথ যত কঠিন হয় বাসনা ও ততই দুর্বার একথা সত্য। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে অনুপ্রাণিত করে চলেছে বাংলা শব্দের বৈচিত্রময় স্বাদ গন্ধ বর্ণ অনুভবে নিয়ে নানা ভাবনায় মালা গাঁথার। দেশ, কাল, পাত্র, মতের বাধা হেলায় অতিক্রম করে চেনা অচেনা মানুষ এসে মিলে যায় বন্ধুত্বের বন্ধনে এখানে। এই সাগরের প্রতিটি কণা ভবিষ্যতের মাইল ফলক হয়ে যুক্ত হবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। হয়ত নিশ্চয়ই ভাবছেন সাগরের নাম কি? বলতে দ্বিধা নেই এই সাগরের নাম 'বাংলা কবিতা ডটকম' (bangla-kobita.com)। সৌখিন কবি ও গীতিকার (পেশা নয়) আশফাকুর রহমান পল্লব উনার স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া মৌসুমী রহমান ইকরার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও উৎসাহে সৃষ্টি করেন সাহিত্যপ্রেমী বিশাল এক পরিবার। 'বাংলা কবিতা ডটকম এখন শুধুমাত্র কবিতার পোর্টাল নয়, দুনিয়া জোড়া একটি পরিবার। যে পরিবারের সকল সদস্যই সাহিত্য ও বাংলা ভাষা প্রেমী। বাংলা কবিতার এই পোর্টাল নিশ্চয়ই ছাপিয়ে যাবে অতীতের সকল গরিমাকে। নতুন করে লিখতে হবেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৃষ্টির সম্ভারে এক মহাসাগরের ইতিহাস। শুধু অনলাইনে নয় বাংলা কবিতা ডটকমের সদস্যরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে সম্মিলন করে আসছে তারই ধারাবাহিকতায় এবারে পশ্চিমবঙ্গ দীঘায় অনুষ্টিত হলো আন্তর্জাতিক কবি সম্মিলন ২০২৪ যার স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে যেনে আমি আনন্দিত।

আমি অনুষ্ঠান এবং স্মরণিকার সাফল্য কামনা করি।

বিভূতি দাস

শুভেচ্ছা বার্তা

একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রত্যেকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে লক্ষ্য অর্জিত হয়। সাহিত্য প্রেম অথবা সাহিত্য সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবি সম্মিলনে আমরা একাধিকবার সফল হয়েছি। বাংলা কবিতা ডটকম-এর সকল কবিদের কবিতাগুলো আমাদের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করার দাবি রাখে। আপনাদের কণ্ঠের সুরে কবিতাগুলো আমাদের মনের ভিতরে স্থান করে নেয়। কণ্ঠের সুরে কবিতাগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। আমরা আপনাদের সাথে থাকব এই কবিতার আসরে। আপনাদের কবিতাগুলো আমাদের মনের দুয়ার খুলে দেয়। কবিতা গুলো আমাদের জীবনে নতুন অর্থ দেয়। তাই আবারও বলব কবিতার হাত ধরে আমাদের মিলন এবারেও সার্থক হয়ে উঠেছে। সবাই ভালো থাকবেন। সকলের জন্য শুভকামনা!

সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় (পীযূষ কবি)

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

শুভেচ্ছাবার্তা

বই হলো আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের দরজা । একটা ভালো বই যেমন আমাদের জ্ঞান আহরণের পথ খোলেদেয় তেমনি একেকটা বই আমাদের চিন্তাশীল করে তূলতে সাহায্য করে । কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন “বই পড়া মানে অন্যের জীবনের সাথে পরিচিত হওয়া” আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,“বই পড়া মানে অন্যের মন নিয়ে ভাবা” । এভাবেই যুগে যুগে বই আমাদের স্বত্বার সাথে মিশে গেছে । যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বই প্রকাশের মাধ্যম পাল্টেছে, পাল্টে গেছে পাঠকের মন, পঠনের ধরণ। গত বছরের আগরতলা সম্মেলনের স্মৃতির পাতায় হেঁটে হেঁটে এবারে বাংলা কবিতা ডট কম, ভারত শাখার আহ্বানে আয়োজিত ‘আন্তর্জাতিক কবি সম্মিলন ২০২৪’ এ স্মারক পুস্তিকা বাংলা কবিতার আসরে পিডিএফ আকারে প্রকাশের উদ্যোগকে নির্দ্ধিধায় স্বাগত জানাই । পশ্চিমবঙ্গের দীঘার সমুদ্র তটের মনোরম দৃশ্যপটে এই স্মরণিকা এক কদম বেশী উদ্যম , বলাই বাহুল্য । পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন পরিস্থিতি কিংবা অজুহাত অনেক সময়ে আমাদের মিলনে বাধা হতে পারে, যা পারেনা তা হল আমাদের ভার্চুয়াল জগৎ । কোন প্রতিকূলতাই বাংলা কবিতা ডট কমের এই বৃহৎ পরিসরকে আটকাতে পারেনা, আর পারেনা বলেই বাংলার সঙ্কটকালেও আমরা আবার মিলিত হতে যাচ্ছি। আমাদের প্রত্যেকের যতনে গড়া অমিয় শব্দে রচিত অমূল্য রচনায় সমৃদ্ধশালী হোক এবারের স্মরণিকা; মিলন মেলার এই সাক্ষী স্মরণিকার উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে সফল হোক এই শুভকামনা করি । পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই সৃজনশীল উদ্যোমী কবি শ্রী পলাশ দেবনাথকে এবং অবশ্যই আরেকজন অতি উদ্যোমী কবি শ্রী বিশ্বজিৎ শাসমল, যার তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় বারের মতো আবার মিলিত হয়েছি এই সৈকত নগরীতে ।

পরিতোষ ভৌমিক (অমায়িক কবি)

সম্পাদনা সহযোদ্ধা
দীঘার তটে কাব্যপাঠে (পিডিএফ প্রকাশনা)

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

শুভেচ্ছা বার্তা

বাংলা কবিতা ডটকম আমাদের একটি পরিবার, আমাদের মনের আশা নিরাশা প্রেম বিরহ আনন্দ কষ্ট চলমান জীবনের প্রতিটি ঘটনা আমরা কবিতায় তুলে ধরি আমাদের ওয়েবসাইটে। শুধু ওয়েবসাইটের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয় পারস্পারিক মিলন ঘটানোর জন্য আমরা একেক সময় একেক স্থানে মিলন মেলার আয়োজন করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় এবার দীঘা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো আমাদের প্রাণের আন্তর্জাতিক কবি সম্মিলন ২০২৪। সকলের সাথে মেশার আরেক সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমাদের প্রত্যাশার পুরোটা সাফল্যে ভরা এটা হয়তো দাবী করতে পারবো না। কিন্তু দুদিন ধরে বিদগ্ধজনের কথা কবিতা আয়োজনে সেই লক্ষ্যে কিছুটা হলেও সফল বলে দাবী করতে পারি। আমাদের এই অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমাদের এই (পিডিএফ) স্মরণিকা প্রকাশের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য যারা শ্রম দিয়েছে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

বিশ্বজিৎ শাসমল (স্বপ্নচর)

সমন্বয়কারী
আন্তর্জাতিক কবি সম্মিলন ২০২৪
দীঘা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

সম্পাদকীয়

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

অন্তরে আছে ভালোবাসা মনে আছে টান
কাটাতার মনে হয় বাঁশের বেড়ার সমান।

অন্তরে ভালোবাসা আর মনের টানের জন্য আমরা দুই দেশ কিংবা ভৌগলিক দূরত্ব চোখেই দেখিনা ছোটে বেড়াই আমাদের বাংলা কবিতা ডটকম পরিবারের আত্মার আত্মীয় কবিদের কাছে সব শেষে যখন আমাদের শব্দটা ব্যবহার করা হয় তখন আর কোন দ্বিধাবোধ থাকে না। ভালো হলেও আমাদের মন্দ হলেও আমাদের, এখানে আমরাই অতিথি আমরাই শ্রোতা। একেক স্থানে একেজন থাকলেও আমরা সবাই বাংলা কবিতাতেই ডুবে থাকি। আমরা সামাজিক আত্মীয় নয় আমরা আত্মার আত্মীয়, যার কারণে প্রতিটি অনুষ্ঠানেই আমাদের প্রাণের মিলনমেলা। প্রতি বছরের ন্যায় এবার আন্তর্জাতিক কবি সম্মিলন দীঘায় অনুষ্টিত হবে। যার স্মৃতিকে স্মরণীকায় স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি পিডিএফ স্মরিণকা প্রকাশিত হচ্ছে যার সম্পাদনায় যুক্ত থেকে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই স্মরণিকা করতে গিয়ে সব চেয়ে আনন্দের বিষয় হলো এত গুনি কবিদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে, লেখা প্রকাশের সুবাদে, কর্তৃপক্ষ সকলের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমাদের স্মরণিকায় ব্যক্তির সার্বভৌম চিন্তাকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছি, লেখা বিষয়ে মতান্তর কিংবা মনান্তর একান্তভাবে লেখকের আমাদের নয়, আমাদের স্মরণিকা সকল পাঠকের মন ছুঁয়ে যাবে এই আশা করি।

পলাশ দেবনাথ (চারণ কবি)

সম্পাদক
দীঘার তটে কাব্যপাঠে
পিডিএফ প্রকাশনা

সূচীপত্র

কবিতার নাম	কবির নাম	পৃষ্ঠা
মনের ভুলে এসেছো	কবীর হুমায়ূন	১৫
কোথায় খুজি তারে	বিভুতি দাস	১৬
স্বদেশ বন্ধনে	সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় (পীযূষ কবি)	১৭
একটা নীরব রাতের এপিটাফ	পরিতোষ ভৌমিক (অমায়িক কবি)	১৮
আলোকের ঝর্ণাধারায়	অসিত কুমার রায় (রক্তিম)	১৯
ইচ্ছে গাঁও	অনন্ত গোস্বামী	২০
মায়াজাল	বিশ্বজিৎ শাসমল (স্বপ্নচর)	২১
দীঘার তটে কাব্য পাঠে	পলাশ দেবনাথ (চারণ কবি)	২২
অসময়ে	রূpক	২৩
লহ প্রনাম	মরণ ঋষি দাস	২৪
এভাবে ভাবিনী	আসিফ ইকবাল শাহরিয়ার	২৫
দলিত স্বপ্নের কান্না	মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ হেলালী	২৬
বাংলার সংসার চলে বারোমাস ঘুরে	মোহাম্মদ খায়রুল কাদির	২৭
অন্তিম সময়	মহঃ সানারুল মোমিন	২৮
কল্পনা	সীমা মন্ডল	২৯
অস্থিত্বের পরিচয়	সুদীপ্তা চৌধুরী (সৌদামিনী)	৩০
কবির কণ্ঠ ঈশ্বরের হাতের বাঁশি	শেখ মোঃ খবির উদ্দিন	৩১
সত্যই চিরন্তন	চিত্ত রঞ্জন সরকার (জাগ্রত বিবেক)	৩২
কর্তার দলে	মো: বুলবুল হোসেন	৩৩
যদি চাও, থেকে যেতে পারি	অবিরুদ্ধ মাহমুদ	৩৪
এরাইতো গেয়ে যায় জীবনের জয়গীত	আফরিনা নাজনীন মিলি	৩৫
ওগো যীশু	মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া	৩৬
চেনা চেনা	জাহিদ হোসেন রনজু	৩৭
আমার শহর ছাড়লে কেনো	রুনা লায়লা	৩৮
আরেকটু	স্বপন বিশ্বাস	৩৯
ভালোবাসার গদ্য পদ্য	তুহিন-উল-ইসলাম	৪০
জননী	বিকাশ দাস	৪১

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

সূচীপত্র

কবিতার নাম	কবির নাম	পৃষ্ঠা
আর একটু	সমীর প্রমাণিক	৪২
দরিয়া দাঁড়ায় যেথা	ফরিদ হাসান	৪৩
প্রহর শেষের সংলাগ	জয়ন্ত বাগচী	৪৪
রংবেরঙের আঁকিবুকি	প্রনব মজুমদার	৪৫
চির হরিতের গানে	সঞ্জয় কর্মকার, বৈদূর্য কবি	৪৬
ভালো আমি বাসবোই	শিবশংকর	৪৭
অপয়া নারী	শম্পা রায়	৪৮
একটু উষ্ণতার জন্য	স্বপন গায়েন	৪৯
সাঁকো	ডাঃ উজ্জ্বল মিশ্র	৫০
সময়ের ব্যবধান	হুমায়ূন কবির	৫১
ফুল ছিলো	মুহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন	৫২
অন্ধকার আর আমি!	বুলু বিশ্বাস	৫৩
জীবন পথে	অমরেন্দ্র সেন	৫৪
শীতকাল প্রস্থানের কালই বোধ হয়	মীর মুরশিদ জাহাঙ্গীর	৫৫
স্বাধীনতা	Md. Jayed Aziz	৫৬
কলম	নুর হোসেন ভূঁইয়া	৫৭
ইচ্ছে করে ঘুরে দাঁড়াই	মোঃ মুসা এর কবিতা	৫৮
মেঘ শরতের দেশে	আনসারুল ইসলাম	৫৯
প্রেম	সুলতান মাহমুদ	৬০
ঝরে পড়তে বাকি	বিদ্যুৎ বরণ বারিক	৬১
এ কোন স্বদেশ	শ্যামল কুন্ডু	৬২
প্রত্ন চিহ্ন	রতন দেবনাথ	৬৩
কালবেলা	কিশোর কুমার মজুমদার	৬৪
ভুল ঠিকানায়	আবদুর রহমান রাসু	৬৫
পরিণাম	সাইফ উদ্দিন সায়েম	৬৬
ক্ষুধার্ত শিশু	শরীফ মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান	৬৭
তিলোত্তমা	গৌতম ভট্টাচার্য	৬৮
বন্দী মায়ার ফের ছবি নেই	জোনাইল বাশার	৬৯

অনুষ্ঠানটি সফল হোক, একসাথে দুই উপস্থাপক

অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে, জাতীয় সঙ্গীত সবার মুখে।

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

এডমিন-০৩ কবীর হুমায়ূন, বলছেন বাংলা কবিতার গুনাগুণ

এডমিন-০৪ বিভূতি দাস, মনের কথা করছেন প্রকাশ।

কবীর হুমায়ূন এর কবিতা

মনের ভুলে এসছো

আমি জানি, তুমি এসেছো এ পথে, অবচেতনের
মনের ভুলেই এসেছো;
জীবনপাত্রে আনন্দ দিতে আমাকেই ভালোবেসেছো।

বাতাসে বাতাসে যুগান্তরের সংগীত ভেসে যায়,
ভেতরে-বাহিরে উচ্ছ্বাসী উঠে বিরহের বেদনায়,
পুলক জাগানো কাঁপন উঠেনি শরীরের দরিয়ায়;
ঘোর বেদনায় কেঁদেছো।
আমি জানি, তুমি এসেছো এ পথে, অবচেতনের
মনের ভুলেই এসেছো।

দখিনা সমীরে মেঘ বয়ে আনে উতল হাওয়ার পালে,
অদৃশ্য ডোরে বেঁধেছো আমারে সুকঠিন মায়াজালে,
সাজাতে আমারে নীরব আঁধারে বেদনাবিঁধুর কালে
নয়নের জলে ভেসেছো।
আমি জানি, তুমি এসেছো এ পথে, অবচেতনের
মনের ভুলেই এসেছো।

ভাঙিলো বাণীর বীণার ছন্দ, ভাঙিলো নৃত্যকলা,
নিবিড় গহীনে হৃদয়ের কথা হয়নি কখনো বলা,
বাণীহিল্লোলে অধীরতা ছিলো, ছিলো না তো ছলাকলা;
মিছেই উতলা ভেবেছো।
আমি জানি, তুমি এসেছো এ পথে, অবচেতনের
মনের ভুলেই এসেছো।

ঘন যামিনীর নীরব আঁধারে জ্বলিছে উজল তারা,
তুমিও জ্বলিছো হৃদয় আকাশে, আমিও আত্মহারা,
ছড়িয়ে দিয়েছো প্রাণের গহীনে সুখরস সুধাধারা;
ভাবের কারায় বেঁধেছো।
আমি জানি, তুমি এসেছো এ পথে, অবচেতনের
মনের ভুলেই এসেছো।

পুর্ণতা এসে উছলিয়া উঠে সমূহ সুখের দানে,
তোমার মাধুরী সাগরতুল্য মূল্যের পরিমাণে,
মরমের মাঝেঢেলে গেছো সুধা আনন্দগানে গানে;
আমারে ধেয়ানে রেখেছো।
আমি জানি, তুমি এসেছো এ পথে, অবচেতনের
মনের ভুলেই এসেছো।

কবি পরিচিতি

বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ জেলায় জন্ম। বর্তমানে ঢাকায় বসবাস করছেন। অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান); স্নাতকোত্তর।

বিভূতি দাস এর কবিতা

কোথায় খুঁজি তারে

দেশ হতে দেশান্তরে কোথায় খুঁজি তারে
নয় সে বাঁধা এক ভাষাতে রেখেছে যে অন্তরে
শত ভাষায় একই রুপে ছড়ায় আলো জগত জুড়ে
রয়েছে যে হৃদয় ভরে কোথায় খুঁজি তারে।

মা আম্মা মাদারে ভাই কোথায় কিসের তফাত
বোঝাতে আর বুঝতে বলো হয় কি কারো ব্যাঘাত
ভালোবাসা আর মহব্বতে বন্ধু ফ্রেন্ড দোস্ততে
ভাই ব্রাদার তাম্বি পাজি সবই এক অর্থতে।

বোন বহিন সিস্টার আপা সম্পর্ক কি হয় আলাদা
স্নেহের পরশ ভালোবাসায় পড়ে কি কোথাও ভাটা
একই অর্থ ভিন্ন ভাষায় জিজা জামাই দাদাবাবুর মানে,
কোথাও কি তার ভিন্ন অর্থ জাগে কারো মনে ?

সংসারে হাঁড়ি পাতিল কড়াই হাতা খুন্তি স্পুন
একই সাথে থাকে তারা বাসনপত্রে, এটাই বড় গুন
ফুপা পিসি খালা মাসি আন্টি অর্থে সব একই মুন
নমক লবন সল্ট অর্থ তার একই শেষে বলি নুন।

আব্বা বাবা ফাদার ড্যাডি যে নামেই ডাকি তারে
অর্থ তার একটাই হয় যিনি মাথায় ছাতা ধরে
উচ্চারনে হলেও তফাত মহান তিনি সব সংসারে
নয় সে বাঁধা এক ভাষাতে রেখেছে যে অন্তরে ।

কবি পরিচিতি

সোনারপুর, কোলকাতা, ভারত

সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়(পীযূষ কবি) এর কবিতা

স্বদেশ বন্ধনে

পূর্ণিমারই চাঁদের আলোয়, ভেজে তাজমহল -
রমজানেরই চাঁদনী, তুলশীথানে শঙ্খ-মাদল।

ধর্ম রক্ষায় শিক্ষা নিই, হাদিস-কোরান-গীতা
সাথে রাখি ত্রিপিটক-বাইবেল, দীনের মিতা।

মন্দিরেতে বাজছে ঘন্টা, মসজিদে নমাজ
একই সাথে গির্জা হতে ক্ষমার বানীরাজ।

মুখে বলি আল্লাহ-ঈশ্বর-গড্, সকলই যে এক
কথায়-কাজে মিলব সবে, বজ্জাতি দূরে যাক।

এসো মাতি উৎসবে, শারদীয়া-ঈদ-বড়দিন বন্ধনে
মিলন মন্ত্রে ফুটুক হাজার ফুল, খুশির স্বদেশ নন্দনে।

কবি পরিচিতি

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মথুরাপুর, বাংলা, ভারত

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

পরিতোষ ভৌমিক (অমায়িক কবি) এর কবিতা

একটা নীরব রাতের এপিটাফ

নীরব একটা রাতের বেশ কিছুক্ষণ
ধার নিলেই জানতে পারবে,
রক্তে আমার হিমোগ্লোবিন এখনো
যথাযথোই আছে ;
জানা যাবে,
আকাশ গঙ্গার নিয়মিত যাতায়াত
আগেকার মতোই চলছে ।
বিশৃঙ্খল চারপাশ বিচিত্র বিন্যাস
এবং বিদঘুটে অন্ধকার ঠ্যালে
এখনো ভেসে আছি খড়কুটো ধরে,
আবহমান স্রোত যখন দেয় শেকড়ে টান
মনে হয় কষ্টের রং বুজি জলের মতন ।
বুদ্ধির বিভ্রাট দেখে হাসবার জো নেই এতটুকু
এখন ওরা সব হোমরাচোমরা বেনোজল পণ্য,
ইতিহাসের ক্ষত বয়ে অসুখের নীল ঘাট
প্রতিচ্ছবি আঁকে, রখে যায় দাগ,
নিতান্ত অনিচ্ছায় বলি,' এই দেহ আমার ' ।
এক সময় আঁধার আপন হয়, কথা বলে
সঙ্গী হয়ে পথ চলে, অতঃপর
স্রোতের গতিপথ পাল্টে যেতে থাকে
অথচ আমাকে বেঁচে থাকতে হয় স্রোতের বিপরীতে ;
লড়াইয়ের ময়দান দিনে দিনে বদলায়
পাল্টে সৈনিক, চৈনিক অস্ত্র
বুদ্ধিজীবীর কাছে হাত পাতে আহত ;
আমার তখন মনে হয়, কবিতা'ই শ্রেয়
বেঁচে থাক, জেগে থাক মুমূর্ষ পাথেয়,
কবিতার বিকল্প নই আঁধারের নীড়ে
কবিতা আমার বেঁচে থাক
সব কথার ভিড়ে, কষ্ট নদীর তীরে ।

কবি পরিচিতি

বিশালগড়, আগরতলা, ত্রিপুরা , ভারত ।

অসিত কুমার রায় (রক্তিম) এর কবিতা

আলোকের ঝর্ণাধারায়

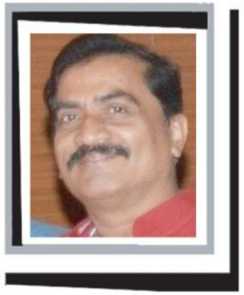

রোদ্দুরের বুক ঝাঁঝরা করে দিয়েছে বুলেট
রাজপথে লুটিয়ে পড়ে আছে।
সময় বুঝি সেই মুহূর্তে থমকে গেল
নদীর স্রোতে পাখীর ঠোঁটে ধানের শিষে
সে কথা ইথার তরঙ্গে ছড়িয়ে যায়।
রোদ্দুরের দীপ্ত ভঙ্গিমায় যে চাওয়া ছিল
আলো আশার প্রতি কণা যেন ছড়িয়ে পড়ছে
প্রতি ঘাসে ঘাসে দিগদিগন্তে পথে প্রান্তরে
সবাইকে যেন একিইভাবে আন্দোলিত করছে ।

পথের দুধারে যত কৃষ্ণচূড়ার দল ছিল
অকাতরে পাপড়ি তাদের ঝরিয়ে দিল
রোদ্দুর এখন লাল চাদরের আদর মেখে ঘুমায়
মুখে তাঁর এখনো লেগে আছে
আলো আশা স্বপ্নের সেই অমলিন হাসি।
সঙ্গের সাথীরা একে একে এগিয়ে আসছে
উঠে দাঁড়াচ্ছে ঋজু মেররুদন্ড সোজা করে;
ওদের ঠোঁটে মুখে শরীরী ভাষায়
ফুটে উঠছে রোদ্দুরের বেপরোয়া দীপ্ত ভঙ্গী...
ওরা সব একত্রে বলছে...
আমাদের মৃত্যু দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যাবেনা
আমরা এখন তাঁর আলোকের ঝর্ণাধারায়।

কবি পরিচিতি

কালিকাপুর, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

অনন্ত গোস্বামী এর কবিতা

ইচ্ছে গাঁও

চলো ময়ূরাক্ষী ,
আমার হাত ধরে হেঁটে চলো ইচ্ছে গাঁও এর
সেই ঝরনার পাশে নির্জন নদীর পাড়ে ।

চলো নদীর জলে পা রেখে বসি , পায়ে পায়ে নুড়ি নিয়ে
খেলা করি হাতে হাতে বেঁধে রাখি কিছু টা সময়।

এসো তোমাকে সাথে নিয়ে ভাবনারা ছুটে যাক কোন এক
অজানা দেশে , তোমায় নিয়ে লিখে ফেলি এক আকাশ কবিতা ।

মাঝে মাঝে ঝর্না ও হিংসুটে হয়ে ওঠে তোমার রূপে
হয়ে ওঠে আত্মহারা আর ছুঁতে চায় তোমাকে ,
ঠিক তখনি তুমি আমার আড়াল খোঁজো ।

আমার তখন খুব কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে ।
আমি লিখে দিই তোমার খোলা পিঠে, তোমার ঠোঁটে ,
তোমার মসৃণ গালে আরও কয়েক ছত্র প্রেমের কবিতা ।

চলো চলে যাই জয়ন্তীর জঙ্গলে ।
একরাশ সবুজের মাঝে তোমার চোখে মুখে লেগে থাক
গোধূলির রঙ ।
তুমি গেয়ে ওঠো 'আমার বাঁধন ছাড়া প্রাণ'
আর ঠিক তখনি আমার তোমায় নিয়ে লিখতে ইচ্ছে করে ।
আর ও কত শত কবিতা শুধু তোমাকে নিয়েই ।

তুমি যাবে ?
একটা নয় তোমায় নিয়েই ভরিয়ে দিতে চাই আমার কবিতার খাতা।

কবি পরিচিতি

কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

বিশ্বজিৎ শাসমল (স্বপ্নচর) এর কবিতা

মায়াজাল

আমি ভুলে গেছি আকাশের রং।
আজ লোহা বালি কংক্রিটে
প্রকৃতির বিপরীতে
কারাগারে কাটাই জীবন।

অবাক চাহিদা ওরে
নিজেকে গারদ করে
মহাসুখ খুঁজিবারে চাই।
মাঝে মাঝে হা-হুতাস
পেলে টুকু অবকাশ
গালে হাত রেখে ভেবে যাই।
ফাইলেতে চাপা পড়ে
আজ খুব মনে পড়ে
কতদিন, আকাশ দেখি নাই।

আমি ভুলে গেছি আকাশের রং।
আজ লোহা বালি কংক্রিটে
প্রকৃতির বিপরীতে
কারাগারে কাটাই জীবন।

আজ ভীষণ জানতে মন চায়।
শরতে হিমেল বায়ু ধায়?
ঢাকি গুলো বেঁচে আছে
নাকি সব শুয়ে আছে
কোন এক শিমুলতলায়?
যেথা সন্ধ্যা প্রদীপ আজও জ্বলে
অব্যাকুল তুলসীর তলে।
যদিও, শাঁখের মধুর ধ্বনি
কভুও পাইনি কানে
আধুনিক কারাগার ভেদে।
আমি দিনরাত ভেঙে বল
খেটে গেছি অবিচল
শুধু এই কারাবাস পেতে।

আমি ভুলে গেছি আকাশের রং।
আজ লোহা বালি কংক্রিটে
প্রকৃতির বিপরীতে
কারাগারে কাটাই জীবন।

ভাবিনি বিহঙ্গ খুব দরকারি।
করেছি মৃত্যুর পরোয়ানা জারি।
তাই আসে নাকো বসন্ত
শীতের পাহাড় ঠেলে
কোকিলের দেখা নাই মেলে,
ছিঁড়ে যাওয়া তরুলতা
হারিয়েছে সজীবতা
ঘটকায় ফুল পাতা ফেলে।
লতার কি প্রয়োজন?
বেঁচে রবে আজীবন
এমন লতায় নেবো গড়ে।
আজ লতা দেখি জানলায় চড়ে,
তবু, আসে না নতুন ফুলে
গুন গুন সুর তুলে
নাই কোন মৌমাছি ওড়ে।

কাদামাটি বাসন্তী
রয়ে গেছে দিগন্তে
আসবার পথ নাই জোটে,
আমি কেল্লাটি বানিয়েছি বটে।
যেথা নিষিদ্ধ দক্ষিণা
সূর্যের আলো বিনা
কৃত্রিম প্রশ্বাস ছোটে।

আমি ভুলে গেছি আকাশের রং।
আজ লোহা বালি কংক্রিটে
প্রকৃতির বিপরীতে
কারাগারে কাটাই জীবন।

কবি পরিচিতি
রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

পলাশ দেবনাথ (চারণ কবি) এর কবিতা

দীঘার তটে কাব্য পাঠে

দীঘার তটে কাব্যপাঠে মিলিত আজ সব
তিন বাংলা মিলে হলো কবিতা উৎসব।
ভীন্ন স্থানের ভীন্ন মানুষ মনে হয়না তা,
আমাদের আজ এক করেছে বাংলা কবিতা।

মিলেমিশে আছি সবাই অনেক বছর ধরে
মাঝে মধ্যে এক হই ভালোবাসার তরে।
চেনা নেই জানা নেই তাও যেনো আপন,
হৃদয়ের টান আছে আত্মার বন্ধন।

টাকা যাক সময় যাক এক হতে হবে,
এমন মধুর সম্পর্ক আর কি আছে ভবে।
এই যেনো ঘর আমার এই যেনো বাড়ি,
কবিতার জন্য দিতে পারি সাত সাগর পাড়ি।

কবি পরিচিতি
বড়চেগ, চৈত্রঘাট, কমলগঞ্জ
মৌলভীবাজার।সিলেট, বাংলাদেশ।

আমরা ও তো অতিথি, রিনাদির মতো থাকবে স্মৃতি।

সমন্বয়ক বিশ্বজিৎ শাসমল, সম্মিলন করেছেন সফল।

আনন্দ আর কবিতা পাঠে, মিলিত সব দীঘার তটে

কথা বলছেন অতিথিরা অনুষ্ঠানে মুগ্ধ যারা

রূpক এর কবিতা

অসময়ে

ভেজা বৃষ্টি, স্যাঁতসেঁতে মন,
শ্যাওলাধরা মাটির প্রলেপ মেখেছে প্রাণ
রিক্ত সিক্ত অধরের চাহিদা অনেক..
মেঘের কোল চিরে এসে
জানালার কাঁচে ধাক্কা খায় যে সকালের প্রথম রোদ্দুর
চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে কার্নিশ বেয়ে,
তারও আছে অনেক চাহিদা
গায়ে লেপটে থেকে দুটো কথা বলার ইচ্ছা...

রাত্রিই সবটুকু নিয়ে নেবে কেন,
দিনেরও আছে কিছু অধিকার
নীরবতার সুবিধে নিয়ে তুমি করেছ অনেক মনমানি
দিনের তুলিও কিছু বলতে চায়
কিছু রং ছড়িয়ে দেবে ব'লে আমার আঙিনায়...

কবি পরিচিতি

কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

মরণ ঋষি দাশ এর কবিতা

লহ প্রনাম

জাগিব আবার আমি প্রতি ঘরে ঘরে,
শতশত বালক বালিকার রূপে।
এই জীবন তাহারি হবে অধিবাস,
জীবন আমার নাহি ক্ষনিকের চির-অবিনাশ।
কভু কিছুই যাবে না বৃথা,
মনে মোর কভু ভয় নাই হেথা।
ধরে রেখে দেব মোর অনন্ত উদার মহাকাশ,
জীবনে মোর যত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সুভাষ

কবি পরিচিতি

নেহাল চন্দ্র নগর, বিশালগড়, ত্রিপুরা, ভারত

আসিফ ইকবাল শাহরিয়ার এর কবিতা

এভাবে ভাবিনী

ব্যাস বলেছিলাম দেখা হবে
কিন্তু এভাবে ভাবিনী
যাই হোক চলো
ওই দিকটায় যাই
তোমার চুলের সুবাস খানি
আগের মতোই পাই।
মনে পরে সে উঠুনের কথা
মোড়ায় বসে চাঁদের আলো
তারার না বলা কথা
একটি তারা খসে পড়েছিল
তোমার অশ্রু মোছার জন্য,

চিক চিক উজ্জ্বল ধারা মনে পরে
এক বারে নিয়েছি শুঁষে।
তোমার চাহনি
তোমার পাগলামী
করেছিল হৃদয় ভাঙার কাজ
আমি জানতাম,
আমাদের দেখা হবে এ- জনমে,
কিন্তু এভাবে ভাবিনী
যাই হোক চলো
ওই দিকটায় যাই
সব দুঃখ ভুলে যাই
বিধাতার এই জনমে।

কবি পরিচিতি

ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ হেলালী এর কবিতা

দলিত শব্দের কান্না

দুর্ভিক্ষের মাটি জড়িয়ে লুটোচ্ছে
সূর্যের পাঁজরভাঙা আর্তনাদ
ভূমধ্যসাগরজুড়ে রক্তশোকের ঢেউ
তামস-ঋতুর করালগ্রাসে
থুবড়ে পড়েছে শিমুলের বসন্ত রূপ
কোথাও প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই
নেই শাশ্বত চুমুর স্পর্শ
ফিরিঙ্গি গোলকধাঁধায়
বুনো ইঁদুর আটকা পড়ছে ঈগলের নখে
সমলয় চক্রব্যূহে মরুদ্দানে আহা!
কোন সে বাঁশিয়াল বাজায়
ইসরাফিলের বিধ্বংসী সুর
দিগন্ত প্রান্তরে যতদূর যাই কান পেতে শুনি
শুধুই সভ্যতার দলিত শব্দের কান্না...।

কবি পরিচিতি

লামাসানিয়া, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ,
সিলেট, বাংলাদেশ।

মোহাম্মদ খায়রুল কাদির এর কবিতা

বাংলার সংসার চলে বারোমাস ঘুরে

বায়ু জলে বারোমাস ঘুরে আমাদের ঘরে
টিনের চালে বৃষ্টি ঝরে,
বৈশাখী ঝড়ে উপড়ে পড়ে
শিকড় যার নড়বড়ে,
স্থবির পায়া দুলে গাছ-গাছালী
উপড়ে পড়ে চাপা দেয় কারে,
কোন অভাবের গতিতে অভাগা ঘরের বাইরে,
কেউ যায় কবরের নিশিতে,
ছারখার গৃহস্থালি।

মেঘের ডাকে বৃষ্টিতে ভিজে শম্বুক চলে আইলের পথে,
নিরাপদ ভ্রমণ নতুন আবাসে নতুন সংসারে,
বাংলার সংসার চলে বারোমাস ঘুরে।।

কবি পরিচিতি
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও এমএসসি ইঞ্জিনিয়ার
নড়াইল, বাংলাদেশ

মহঃ সানারুল মোমিন এর কবিতা

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

অন্তিম সময়

কোথাও পাইনি একটুকুও জীবনের সরল সাদাসিধে পথ
আলোক রশ্মির হাত ধরে ভ্রান্ত ভাবে চলি ।
মধ্যরাত্রির নাভিস্'লে ঘুম ভাঙ্গে
অর্ধশরীর সময়ের কুমারী জোছনার ।

এক পলকে চেয়ে থাকি
ভাঙ্গা রাত্রির পাঁজরের দিকে আর নত্র আলোতে লিখি কবিতা।
এক খন্ড মেঘ আনে বার্ধক্যের ছায়া
য়ে যাওয়া সন্ধ্যায় ধ্যান-ভাঙে জোনাকি আলোর স্বর্ণমালার ।
অচেনা সন্ধ্যার বুকে লুকিয়ে রাখি আগামীর হলুদ চন্দ্রের কলঙ্ক।
কৃষ্ণ কালো আকাশের উন্মুক্ত চুল ছুয়ে যায় নিস্তব্ধতার ভালোবাসা।
ফ্যাকাশে বিকেল আমাকে চেনায় জীবনের সন্ধ্যাবেলা।
বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনী দিয়ে হিসাব রাখি আসে অন্তিম সময়।

কবি পরিচিতি
কার্য নির্বাহী সহায়ক- সরকারী হাসপাতাল
খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সীমা মন্ডল এর কবিতা

কল্পনা

মানুষ কখনও রাজা, কখনও দেয় সাজা
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ওরে! মৃদঙ্গ বাজা
আছে রে তোর সিংহাসন স্বর্ণ খচিত
ভবিষ্যৎ উদ্ভাসিত বহুমূল্য ব্যয়ে রচিত-

সুখ যে আছে তোর, ললাট জুড়ে-
আজি ভাবনা কি র ওরে!
কভু নিভলে বাতি কল্পনার এ
মন রে তুই ভবে, রইবি অন্ধকারে-

তাই তো বলি ওরে ও মন
ধূলিতে সদাই রাখরে চরণ,
কন্টকাঘাতে যতই ঝরুক রক্ত
তু"ছ বেদনায় হবি রে তুই শক্ত।

কবি পরিচিতি
বাবলা, বশিরহাট, উত্তর২৪ পরগনা, পশ্চিবঙ্গ, ভারত।

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

সুদীপ্তা চৌধুরী (সৌদামিনী) এর কবিতা

অস্তিত্বের পরিচয়

ফুলে ফেলে প্রজাপতি;
বেড়ায় উড়ে উড়ে রঙিন পাখা মেলে।
একেকটি উড়ন্ত প্রজাপতি;
বাবা মায়ের ঘর আলো করা প্রতিটি কন্যা শিশু!
দুরন্ত, প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বসিত;
হেসে খেলে সারা বেলা।
সৃষ্টির প্রতিটি কন্যা শিশু সৃষ্টিকর্তার বড্ড যত্নের!
বড্ড মায়াবতী রূপে পাঠায় বাবা মায়ের কোলে।
মায়ের নাড়ি ছেড়া ধন আর বাবার রাজকন্যা!
সময় দেখতে দেখতে যায় যে বয়ে।
যে কন্যা শিশুটি সারাণ বেড়াতো ছুটে-
হঠাৎ করেই ভয়, নিশ্চুপ, মলিনতা গ্রাস করে।
পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় সে।
মা কে বলে সে ভয়ে ভয়ে;
দেখেছে যে আজ সে শরীর থেকে রক্ত যাওয়া।
মায়ের বুঝতে থাকে না অবকাশ;
মেয়ে তার করেছে পদার্পণ কৈশোরে।
প্রথম করেছে অনুভব ঋতুস্রাব!
এই ঋতুস্রাবই যে প্রতিটি কন্যা শিশুর অস্থিত্ব।
সংকোচ ভয় জড়তা নিয়ে;
সেই কন্যা যাত্রা করে-
জীবনের আরেকটি নতুন অধ্যায়ে।
শুধু নয় যে মা, বাবা;
পরিবারের সদস্য, শিক আর সমাজকে-
সহমর্মিতায় নতুন দিনের দিশা দেখানো;
নব অস্থিত্বের পরিচিতি প্রাপ্তি কন্যা সন্তানটিকে!

কবি পরিচিতি
স্নাতকোত্তর (ইংরেজী সাহিত্য) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানের মধ্যে ভোজন, সবাই কত আপনজন।

স্মৃতি থাক আমরণ, সম্মিলনে বৃক্ষরোপন।

কবিতা আর গানে গানে, পলাশ দেবনাথ সবার সনে।

বসে বসে কবি শ্রোতা, শুনছেন কবিতা কথা।

শেখ মোঃ খবির উদ্দিন এর কবিতা

কবির কণ্ঠ ঈশ্বরের হাতের বাঁশি

কবির কণ্ঠে ঈশ্বরের হাতের বাঁশির সুর;
তাইতো প্রতিধ্বনিত হয় বহুদূর।
কি সুর বাজবে বাঁশিতে জানে না বাঁশি।
সুর স্রষ্টা আড়ালে থেকে দেয় হাসি।
অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ;
এতো কবির কথা নয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

কবির কবিতায় যদি না থাকে প্রতিবাদ;
কবি যদি অন্যায়ের সাথে মেলায় হাত;
সে তো আর কবি নয়;
তার হাতেই হয় মানবতার পরাজয়।
হাতে কলম চোখে ঝড়বে আগুন;
সেটাই তো কবি মনে ঈশ্বর প্রদত্ত গুণ।

কবির প্রেম সেটাও ঈশ্বরেরই আহ্বান;
বাঁশিতে তাই বাজে বাঁশিওয়ালা যা চান।
দ্রোহ প্রেম ভালোবাসা;
সব কিছুই কবি মনে ঈশ্বরের প্রত্যাশা
পৃথিবীর যে প্রান্তেই মানবতার পরাজয়;
ঈশ্বরের বাণী কবি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়।

কবি পরিচিতি
জন্ম: রামদেব, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে ব্যাংক ও এনজিওতে দীর্ঘদিন চাকরি করেন। তিনি একজন সমাজসেবক এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি।

চিত্ত রঞ্জন সরকার (জাগ্রত বিবেক) এর কবিতা

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

সত্যই চিরন্তন

কেউ কি পারে সত্য ছাড়তে?
সত্য জীবন সাথী;
সত্য সকল অনু পরমানু
সত্যই সেই রথী।

সত্যের হয়না কোন পরিবর্তন
ওই সত্য চিরন্তন;
সত্যই পারে ঘুচিয়ে দিতে
সব মিথ্যার আবরণ।

কবি পরিচিতি
জন্মস্থান বাহাদুরপুর, দত্তকেন্দুয়া ফরিদপুর বর্তমান মাদারীপুর, বাংলাদেশ
বর্তমান নিবাস বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা , ভারত

মো: বুলবুল হোসেন এর কবিতা

কর্তার দলে

বর্তমানে
দেখে শুনে চলি,
মিথ্যার ভিড়ে
সত্য কি আর বলি।

সত্য কথায়
কর্তা হবে গরম,
আঙ্গুল তুলে
আমার দিকে খরম।

আরো দেখায়
চাকরি করার ভয়,
মুখে তালা
সত্য কথা নয়।

মিথ্যে কথা
কর্তা যদি বলে
জ্ঞানের বাণী
মানে সবাই দলে।

কবি পরিচিতি
ঘুনিপাড়া, কালিহাতী, টাঙ্গাইল,বাংলাদেশ।
bulbulprokashoni01@gmail.com

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

অবিরুদ্ধ মাহমুদ এর কবিতা

যদি চাও, থেকে যেতে পারি

যদি চাও,
থেকে যেতে পারি, ছুঁয়ে দিতে পারি মন,
যদি বল,
খুঁজে এনে দিতে পারি, রঙধনুর সাত রঙ।

যদি চাও,
হয়ে যেতে পারি, রাত্রির নীরবতা
যদি শোন,
বলে দেবো সব, হৃদয়ের ইতিকথা।

যদি ডাকো,
আসতে পারি রোজ তোমার স্বপনে,
যদি শোন,
মিশে যেতে পারি সেই কোকিলের গানে।

যদি দেখো,
আমি হয়ে যাব, জলরঙ আঁকা ছবি
যদি লিখো
আমি হতেও পারি, তোমার হৃদয় কবি।

যদি প্রেম-
কোনদিন, তোমার হৃদয়ে পরে বাঁধা,
আমি শ্যাম-
হবো তোমার, তুমি হবে আমার রাধা।

যদি পাই গো-
তোমায়, গারো রাত্রে দুজনে প্রেম-কথা কবো,
যদি না পাই,
আর জনমে দুজনাতে হংসমিথুন হবো।

কবি পরিচিতি
গুজিঁখা, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

আফরিনা নাজনীন মিলি এর কবিতা

এরাই তো গেয়ে যায় জীবনের জয়গীত

চলি আর ফিরে দেখি বারবার পিছে
হিসেব কষে মরি কি কি মোর গ্যাছে।
হায় হায় করে মন, মুখ করি ভার,
কত কিছু হবে আর চাইতে আমার।

গাড়ী নেই, বাড়ী নেই, নেই মনে শান্তি;
নেই নেই করে শেষে ভর করে কান্তি।
হুশ করে পাজেরোটা ক্রস করে যেই যায়
পাঁজরের কষ্টটা চেপে রাখা বড় দায়।

এরপর চেয়ে দেখি চাকরীটাও মন্দ
রাগে ঢেভে মনে হয় হয়ে যাই অন্ধ।
দাঁতগুলো কেলিয়ে যেই দেয় সংবাদ
প্রমোশন শুনে তার জীবনটা বরবাদ।

ছেলে তার খুব ভালো, মেয়েটাও স্মার্ট
পিত্তেটা জ্বলে যায় দেখে তার ঠাঁটবাট।
এরপর থাকে বলো বেঁচে থাকার ই"ছ?
জীবনের সব সুখ ওরাইতো নি"ছ!

দিনে দিনে বেড়ে যায় জীবনের বোঝাটা
দুরূহ হয়ে যায় পথটাও খোঁজাটা।
এই ভালো দেই আজ জীবনটা করে শেষ
রাখবো না যন্ত্রণার আর কোন অবশেষ।

ভেবে ভেবে পথ চলি, ডানে বামে চাই না,
মনে হয় কেউ ডাকে, শুনতে তা পাই না।
এই শোনো চিৎকারে উঠি আমি চমকে,
আনমনে কোথা যাও বলে ওঠে ধমকে।

শুনে মোর জীবনের অজস" কষ্ট
দেখি সে হলো না মোটেও আড়ষ্ট!
হাত ধরে ধাই ধাই করে সে ছুটলো
চেয়ে দ্যাখো অনাথের পাতে ভাত জুটলো!

ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে রয় নিষ্পাপ দৃষ্টি
পুরো গা ভেজা তার ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টি।
চাল নেই ঘরে তার, উনুনটাও বন্ধ
এরপরও হতাশায় হয় নি সে অন্ধ।

আজ নেই, কাল হবে, নয় হবে পরশু
আশা নিয়ে বেঁচে থাকে মুছে তার অশ্রু।
মুহূর্তে ফিরে পাই ঝাঁকি খেয়ে সম্বিৎ,
এরাই তো গেয়ে যায় জীবনের জয়গীত।

কবি পরিচিতি

পেশা- উপ-ব্যবস্থাক প্রশাসন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।
আসরের নিয়মিত কবি। ঢাকাতে বসবাস।

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া এর কবিতা

ওগো যীশু

ওগো যীশু!
হৃদয় আমার করে দাও কালভেরী পথ
শুনি, তোমার নিদারুণ যন্ত্রণার আর্তচিৎকার;
আমিতো দেখিনি পেরেকে বিদ্ধ ঐ দুটি হাতে
কতটা রক্ত ঝরেছিলো অনিবার!
কতটা ত হয়েছিলো বুকের পাঁজরে
কাতর নিঃশ্বাসে পুড়েছিলো মাটি;
আমার হৃদয়ে বাড়াও দুঃখ আরও
হয়ে উঠি আমি এক মানুষ খাঁটি!
শুনেছি ওরা দানবের মত,
ছিলো পাষন্ড আর বর্বর;
কি করে সইলে ঈশ্বর! পুত্রের এই যন্ত্রণা
তোমার কী কাঁপেনি অন্তর!!
শুনেছি সেদিন পাথরও কেঁদেছিলো
দেখে শত্রু-সৈনের বিভৎস ক্রোধ;
আমার দুইহাতে জ্বালাও আগুন,
বাড়াও প"াণে শক্তি আরও
করতে পারি পাপের প্রতিরোধ!
আমার বুকেও এঁকে দাও তের চিহ্ন
কালভেরী পথে বয়ে বেড়াই যাতনা যত
ওগো যীশু,
আমার কাঁধের উপর, রাখো তোমার ভর
ঐ ক্রুশের তলেই করো আমার মাথা নত!

কবি পরিচিতি

ভবানীপুর, বনপাড়া, নাটোর, বাংলাদেশ

জাহিদ হোসেন রনজু এর কবিতা

চেনা-চেনা

মাঝে মাঝে
রাস্তা ঘাটে
হঠাৎ দেখি চলতি পথে
থমকে কেউ তাকিয়ে আছে আমার দিকে
ভাবখানা তার এমন যেন আমায় চিনে
হয়ত তো ভাবে
কোথায় যেন দেখছি তারে
কেমন যেন চেনা চেনা হচ্ছে মনে
শুধুই ভাবে
খুঁজে বেড়ায় স্মৃতির মাঝে।
কোথায়, কখন পায় না খুঁজে
কেমন জানি দ্বন্ধ লাগে
দ্বিধায় পড়ে-
বলবে কিনা কাছে এসে
কেমন আছেন?
কোথায় এলেন?
সাহস হয় না, আবার হাঁটে
নিজের পথে
হয়ত ভাবে
দরকার কি বোকা সেজে
যাই চলে যাই নিজের কাজে।
আমারও এমন দ্বন্ধ জাগে
মাঝে মাঝে
চলতি পথে, বাসের সিটে
বেশ মনে হয় চিনিই যেন
দেখছি তারে কোথাও যেন।
খুব মনে হয় অনেক দিনের চেনা জানা
আবছা আবছা, ধোঁয়া ধোঁয়া মুখটি চেনা।
হয়ত তারা হয়ত চেনা,
হয়ত জানা-
আজ অজানা
তাই মনে হয় চেনা চেনা, আধেক চেনা।

কবি পরিচিতি
মানিকগঞ্জ, বাংলাদেশ

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

রুনা লায়লা এর কবিতা

আমার শহর ছাড়লে কেনো

আমার শহর ছাড়লে কেনো প্রশ্ন মনে জাগছিলো
এই হৃদয়ে তোমার জন্য মনে একটা ভাগ ছিলো।
তোমার মতো আমার মনেও দুঃখের বান বইছিলো
সখিরা সব কানেকানে কতো কথাই কইছিলো।

তোমার চোখের অবুঝ ভাষা কিছু একটা বলছিল
বুকের ভিতর কষ্ট ছাড়াও দু-চোখ ভরা জল ছিলো।
তোমায় দেখার অনুভূতি বুকের ভিতর জমছিলো
এতো দেখেও সাধ মিটেনি কোথায় যেনো কম ছিলো।

আমার চুলের মিষ্টি গন্ধে মাতাল তোমায় লাগছিলো
বিমল প্রেমে মত্ত হয়েও মনের মাঝে দাগ ছিলো।
প্রথম প্রথম তোমার দেখায় পুলক মনে জাগছিলো
ভালোবাসা বুঝোনি তাই মনে ভীষণ রাগ ছিলো।

বিশ্বাস আমায় করছো বলে ভালোবাসতে পারছিলে
সব পেয়েছি তাই বলে কি প্রেমের কাছে হারছিলে?
আজকে বলো আমার উপর কিসের অভিমান ছিলো
সবটা ভুলে মনে আমার তোমার পে''মের গান ছিলো।

কবি পরিচিতি
গফরগাঁও,ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

কবি সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুগ্ধ করেছেন কবিতায়।

বিদ্যুৎ কবির কবিতা পাঠে, সময় ভীষণ ভালো কাটে।

কবিতা পড়ছেন রুপক কবি, কমই তুলেন নিজের ছবি।

আসার পথে ত্রিপুরবাসী, মন ভোলানো সবার হাসি।

স্বপন বিশ্বাস এর কবিতা

আরেকটু

যখনই উঠবো-উঠবো ভাবছি
তখনই কেউ যদি কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলে,
'কি মশাই, মন খু-ব খারাপ?'
তখন কি আর না থেমে, চলে যাওয়া যায়? বলুন?

দেখতে-দেখতে হলুদ বিকেলও ফ্যাকাসে হয়ে এল
চেনা পথ-ঘাট অচেনা হয়ে উঠছে ক্রমশ: .....
তবু এ সময় করুণ আলোর মতো
হঠাৎ চাঁপার গন্ধ এসে যদি এভাবে জড়ায়
তখন এ-পৃথিবীর জন্য
বড় কষ্ট হয় আমার।

যখনই উঠবো-উঠবো ভাবি, তখনই
কেউ যদি বলে, আজকের সন্ধেটা কিন্তু' মন্দ না
চলুন না হেটে আসি, পাশাপাশি
দীঘার সৈকতে
কবিতার পথে,
বুকের ভিতরে শীতকাল চেপে রেখে
তখন কি মনে হয় না, এই তো এপ্রিল!
এ-এপ্রিলে আরেক-টু থেকে গেলে মন্দ কি ?

কবি পরিচিতি

কবি একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক। ব্যারাকপুর,
প ব (ভারত) নিবাসী। দীর্ঘদিন বাংলা কবিতা ডটকমের সাথে যুক্ত।

তুহিন-উল-ইসলাম এর কবিতা

ভালোবাসার গল্প গদ্য

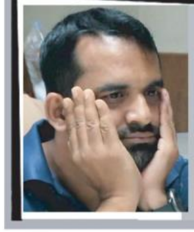

নতুন গল্প আরও.......,
নতুনের হলুদ আর লাল মেশানো রং তুলিতে
হয়তো নতুন হয়ে ফুঁটবে আগামীর দিন গুলো।
সেদিন ভালোবাসা আরও একটু বেশি
পরিবর্তত হয়ে উঠবে. ফাল্গুনের কাছে।
হয়তো সেদিন ভালোবাসা আর ফাল্গুন,
দু'জনকেই ভাবতে শেখাবে;
আরও... একটি নতুন প্রজন্ম।

সেদিন আমি, তুমি এবং আমাদের স্বাত্তার অবস্থান ঘটবে,
অবস্থান তুল্য প্রজন্মের মাঝে।
সেদিন হয়তো ভিন্ন ভাবে......
দেখবো লাল হলুদের গল্প গাঁথা এই শহরকে।
তুমি এই অপোর রাত্রিটাকে অতিবাহিত করো, দেখবে...,
ভোরের হলদে আলোর মানচিত্রে আমরাই।
একটু হলেও ভালো থেকো, সৃষ্টিকর্তার কৃপায়।

কবি পরিচিতি

জন্ম ঝিনাইদহ সদরের ছোট্ট একটি গ্রামে এবং বেড়ে উঠা শহরে।
বর্তমান নিবাসঃ মিরপুর-১, ঢাকা।

বিকাশ দাস এর কবিতা

জননী

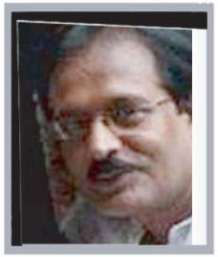

সূর্যকুসুম ভোর আলোয় নিকিয়ে রাখেন তোমার উঠোন বাড়ি ঘর
দ্যাখো দু'হাতের তালু জোড়ায় বিরাজ আছেন বৃহস্পতির চরাচর
আসন্ন দুর্যোগ বেলার বিপণ্ণ দিনে শরীরে বাঁধেন গান প্রকৃতির সুরে
দ্যাখো জীবনের জটিলতা চৌকাঠ ছেড়ে চলে গ্যাছে অনেক দূরে।

গাছের ছায়ার সান্নিধ্যে যাও
জননীর স্পর্শের সমৃদ্ধি পাও।
স্নেহ-মমতার ফোঁটায় ফোঁটায় জীবনের ক্ষত সারিয়ে নাও।

আজও নিপাট অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
দেখি, আকাশজোড়া আলোর পূর্ণিমা জননীর আঙুলে
সন্তানের সংসারে গাছমাটি হাওয়ার সমস্ত দুয়ারখুলে।

কবি পরিচিতি

কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

সমীর প্রামাণিক (অম্বরীষ কবি) এর কবিতা

আর একটু

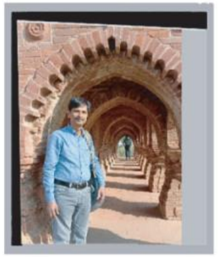

মোটামুটি সুখী দাম্পত্য
সফল দুই সন্তান; শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত
তবুও,
তোমার জীবনে আর্য ছিল সত্য
আর, অবন্তীকার স্বপ্নে আমি মধুর জাল বুনি নিত্য
তবু, তুমি আর্যকে ফেলে রেখে
আর, আমিও মাঝপথে ছেড়ে রেখে অবন্তীকাকে-

ঘর বাঁধলাম দুজনে
নিছক ভালোবেসে? না, আবশ্যকের প্রয়োজনে!
তুমি বোধহয় আর একটু স্বাছন্দ্য চেয়েছিলে
আর, আমি বাঁধা পড়লাম সৌন্দর্যের বেড়াজালে

তবে, কেন?
আজও আমরা খুঁজে বেরিয়ে ফিরি অতঃপর
নিজের হাতে যেটা ফেলে এসেছিলাম, সেটাই, পরস্পর
অনুভূমিক হেঁটে যাওয়ার নাম জীবন
আর, মাটির বুক ফুঁড়ে
তার পেটের বিগত ইতিহাস টেনে বের করার নাম,
উৎপীড়নের উৎখনন-

অনেক সাধনায়; বহু নিষ্ঠায় একটা সভ্যতা গড়ে ওঠে
প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যপ্রমাণ বলে, বিলুপ্তি মুহূর্তেই যায় ঘটে
উত্তপ্ত এমন উত্তাপ আসেনি আগে
অথচ নিজেরাই বলী দিয়েছি ছায়া সুশীতল গ্রামকে
স্বাছন্দের শহর, সুবিধার উন্নয়ন চেয়েছি দরকারে
আর, এখন গাছ চাইছি, সেটারই প্রতিকারে

উত্তর খুঁজে গেছি শুধু উত্তরণে মন দিইনি
যুক্তি সাজিয়েছি শুধু মনের আবেগকে পাত্তা দিইনি

সব সম্পর্কই যেন আজ; প্রয়োজন ভিত্তিক
এই আছে এই নেইয়ের; চুক্তি ভিত্তিক ঠিকা শ্রমিক-

কবি পরিচিতি

কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

ফরিদ হাসান এর কবিতা

দরিয়া দাঁড়ায় যেথা

দরিয়া এসে ঠেশ দেয় দীঘায়- যে যেন এক প্রাচ্যের ব্রাইটন
বীরকুল আর কেহ বলে না এখন,
নেই কি কষ্ট কারো তাতেঃ বন্ধু বিশ্বজিতের
কিংবা অন্য কোন পুরনো পদ্যকারের বা পক্ষীর ।
দীঘাকে দারুন ধ্যানে লোফে নিয়েছে কাব্যের জলধি
দীঘাও দিঘল চুম্বনে ঢেলেছে ফুলেল পদাবলী
যার উর্মিতে এখন কাব্যিক ফেনা নানা রঙে দোল খায় ,
যেন পুরু পয়োনিধি এক মহাপদ্য হয়ে গুনগুণায়
পদ্মা কাবেরি মেঘনা ইরাবতির পলি মাখে গায় ।

হেমন্তের হিরণ্ময়ী ধানগুলি কাব্যরোলে কৃষাণের কুলায় লুঠায়
ঝাউবন আর কাজুকলি বিরল মিতালিতে কাব্যহ্রদে সুর বাড়ায়
সেই লহরী কুয়াকাটা চট্রলা হয়ে যেন দূর প্রশান্তে মিশে যায়
হান কাং এর কাব্যময় গল্পভাষ হয়ত কিছুটা আভাস পায় ;
দীঘার দ্বিচক্রা কাব্যসুর বিমূর্ত বারি হয়ে উঠে যায়
এক্সপ্রেস যানে- নক্সাল বাড়ি হয়ে
যমুনা করতোয়া তুরাগ পেরিয়ে বুড়িগঙ্গা পাড়ে নোঙ্গর গাড়ে ,
কার্তিকের রেশে কাশফুল সীমিত স্বরে নড়ে
পথে পথে পাখী পদ্য বোলে লোহিত আভায় গ্রাফিতি আঁকে
নুরল নূরহোসেন সাঈদ আসমানি নীরা নার্গিস ইলা মিত্র সাজে ;
চারু কেশে শহিদ মিনারে আম্র শাখে চরে কাব্যকলি
পাতাদের শিরায় ইমন রাগে বাজে গজল গুঁটি
কবিতারা পূবে পশ্চিমে পাঠায় টুইট বিলিয়ে সরল প্রীতি ।

কবি পরিচিতি জন্ম নেত্রকোনা জেলায়, আইন, তথ্য বিজ্ঞান , উন্নয়ন অধ্যয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি বাবস্থাপনা বিষয়ে লেখাপড়া করেন বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা,ইংল্যান্ড, তুরস্ক , ইন্দোনেশিয়া ও সুইজারল্যান্ড । বিভিন্ন বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় তিনযুগের বেশী দায়িত্বশীল পদে ছিলেন।

জয়ন্ত বাগচী এর কবিতা

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

প্রহর শেষের সংলাপ

সেই জন
বসে আছে সীমান্তের প্রহরী হয়ে
কন্টকাকীর্ণ বাবলা শাখায় ।
প্রহরের তরঙ্গ বয়ে যায়
অসীম শূন্যতায় ।
আর এক জন
যে আছে সংকটের ক্রান্তিকালে
নিত্যদিন ভাবনার গভীর অতলে
আকাশের বর্ণহীন ছবি
দোলায় ভোলায় তাকে দিনরাত
মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকায় আকাশে
খুঁজে নিতে ফেলে আসা প''হরের
অন্তহীন অনুভূতিগুলো ।
ইথার তরঙ্গে ভাষা সেই সুর
হৃদয়ে লালন কোরে চেয়ে থাকে আগামী সময় দিনপঞ্জিতে ।
দিন আসে দিন চলে যায়
মন্দাক্রান্ত সময় জেগে থাকে
প্রহর শেষের সংলাপ হয়ে ।

কবি পরিচিতি

নেহাল চন্দ্র নগর, বিশালগড়, ত্রিপুরা, ভারত

প্রনব মজুমদার এর কবিতা

রংবেরঙের আঁকিবুকি

(১)
হাত এর নাগালে আকাশ
যদি এমনটা হত
আমি নীল গায়ে মেখে
এই পাতাঝরা হেমন্তে
হলুদ বসন্তের খোঁজে বেরোতাম
তোমার আঁচলে বেঁধে দেব বলে
আর বলতাম
কাছে থাক পাশে থাক
চিরকাল...
(২)
স্ত্রী ছেলেমেয়ে পরিবার
আমার অস্তিত্তের অঙ্গীকার
আর আমরা?
চেঁচিয়ে উঠলো হাওয়া জল রোদ্দুর মাটি
বললো আমরা নিঃশর্তে তোমায় দিয়েছি
জীবনবায়ুর ঘনিষ্ঠতা
দিয়েছি আদ্রতা,উষ্ণতা ও পৌষ্টিকতা
ভাবলাম সত্যি তো তাই হেসে বললাম
তা বেশ বেশ
তোমরাই আমার সবকিছু
আমার গ"ছিত
অ--ব--শে--ষ...

কবি পরিচিতি প্রথমে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স মেডিক্যাল ডিভিশনে কর্ম, দ্বিতীয়ার্ধে এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর মেডিক্যাল ডিভিশনের সিনিয়ার অফিসার পদ থেকে অবসর প্রাপ্ত। বর্তমানে বারোদা ভারতবর্ষে বসবাস করছেন।

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

সঞ্জয় কর্মকার, বৈদূর্য কবি এর কবিতা

চির হরিতের গানে

আমি তো সঁপেছি বিশ্ব নিখিল চির হরিতের গানে
কায় মন প্রাণ তোমাতে সঁপেছি হৃদয়ের আহবানে
শয়নে স্বপনে আহার ও বিহারে গাহিনু তোমারি গীতি
নীড় হারা এক রমণী পথিক জপেছি তোমারে নিতি।।
হলাহলে প্রাণ নিভু নিভু প্রায় খরো সে বাতাস বেয়ে
কন্টকে পথ মাড়ায়ে রুধিরে- সে পথ গিয়েছি ধেয়ে-
তুমি কি জেনেছো আমারে মেনেছো তন মন প্রাণ তায়
কেদ আর কেশে ক্রোধ তারি দেশে র'লে হীন-মন্যতায়
আমি তো মাগিনি রতন বিলাস বৈভবের ওই ধনে
চাই নি প্রতাপ ভূষণে ভূষিত হেম তারি আভরণে
চেয়েছি আভাতে জ্যোছনার রাতে বাঁশুরির তব তান
হৃদে ভেসে যেতে সে রঙ মৌতাতে-গাহিতে প্রেমের গান ।
তোমারি কাননে ফুল তারি সনে পুষ্প কুসুমে অলি
প্রণিপাত তাতে প্রভাত ও রাতিতে চেয়েছি ফুটিতে কলি
বেলি তার দল সুঘ্রাণ তাহার চেয়েছিনু প্রাণ ভরে
পারিনি পারিনি সে দল তারে-পূজা দিতে দেবতারে
আমি তো সঁপেছি বিশ্ব নিখিল চির হরিতের গানে
কায় মন প্রাণ তোমাতে সঁপেছি হৃদয়ের আহবানে।
অশ্রু বারিতে প্রদাহ তড়িৎ এ লেখা আছে সেই গাথা
কানুরো বিহনে রাধা তারি মনে প্রেম তারি কাতরতা।

কবি পরিচিতি
শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

শিবশংকর এর কবিতা

ভালো আমি বাসবোই

তোমার শরীর জুড়ে কেন এতো নারকীয় ক্ষত
যা ছিল মন্দির প্রেম পূজারীর - অত নারীত্ব,
তিমির রাত্রি জুড়ে আজ আলোর মিছিল
আমি ফিরি দ্বারে দ্বারে - সাথে আছে আরো যত!

দাবী আদায়ের ধ্বনি ক্রমশ দূরত্ব নিয়েছে
চাওয়া - পাওয়ার হিসাবে লাভ - লোকসান!
আজ হয়েছে ভীষণ মন খারাপ - ৯আর
তুমিওতো অনেক দূরে গেছো - সেই অভিমান।

সত্যিই কি আমি সেই অভিমানের হকদার?
তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করেছিলো - যে পশু!
সে পিশাচের অট্টহাসি এখনো বাতাসে ভাসে,
সে বেঁচে আছে - তুমিও আছো, মিশেছো বাতাসে!

আমি খুঁজি তিলোত্তমার সে বেদনা
কার চোখেতে ঝরে?
আমি খুঁজি তিলোত্তমার সে আর্তনাদ
কোন মানবতার তরে?

আবারও আমি সম্মিলিত জনগনের সাথে মিছিলে!
নিয়ম মাফিক হাঁটতে থাকি, আর চিৎকার করি
বিচার চাই - বিচার চাই - শাস্তি চাই - শাস্তিচাই
নিরুত্তরেও জমা হয় ক্ষোভ - বিক্ষোভ।

আজও লোভাতুর সে চোখে কেন দৃষ্টি শক্তি আছে?
মৃত্যুর পরোয়ানা এসেছিল যে ব্যবস্'ায়..
আত্মহননের পথ কেন নেয়নিকো তারা?
সাঁঝে নিমজ্জিত মানবতা - আজ আছে লাজে।

অভয়া তিলোত্তমার তুমিও যদি কেউ হও,
গঙ্গা যমুনা সরস্বতী হয়ে এই ধরাতেই বও,
কালী চন্ডি সংহারী রূপে আবির্ভাব চাইবোই,
আমার পে''মের দিব্যি - ভালো আমি বাসবোই।

কবি পরিচিতি
ভাঙড়, দঃ ২৪ পরগনা

শম্পা রায় এর কবিতা

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

অপয়া নারী

আমি ও নারী ...
আমায় নিয়ে এই সমাজ কি ভাবে?
আমি যে বিনা পয়সার কাজের লোক।
একসাথে জন্মালাম..
দাদা গেল পরম আদরে ঘরে
মেয়ে আমি মড়া ভেবে গেলাম মৃতশবের ঘরে ।
কান্না শুনে সবাই ...
আমায় আবার ফিরিয়ে দেয় সেই মায়েরই কোলে।
দাদা ছিল রাজার মতো, আমি ছিলাম চরম দুঃখিনী।
"শিক্ষায় আমার কাজ নেই ...
ঘরের কাজেই থাকো, সামনেই যে তোমার বিয়ে।"
দাদা গেল কলেজে, আর আমি গেলাম শ্বশুরবাড়ি।
বউ যে ভীষণ কালো...
শনিবারে অমাবস্যার আলো, এই বউ ভীষণ অপয়া,
বাড়িতে বধুবেশে যাওয়া মাত্র ডুবেছে কেউ জলে,
সেও নাকি আমার কপাল দোষে?

শাশুড়ি এক নিমেষে বলে...
অলুনে বউ এসেছে সংসারে,
সকালে মুখ দেখা ছিল অযাত্রা।
পরিবারের সবাই এটাই মেনে নিল।
দেখা হলেই মুখ ফেরায়।
কেননা, স্বামী আমার কর্মহীন ...
সেও নাকি আমার দোষ,
তিন প্রসবে সবার মাথায় হাত।
অভাবের সংসারে আমিই যেন দায়ী,
আমি চুপটি করে থাকি।

সকাল থেকে সন্ধ্যে ...
কাজের পর কাজ,
কাজের বিরাম দেখলে সবার চক্ষু চড়ক গাছ।
এমনি ছিল আমার জীবন।
প্রশ্ন সমাজের কাছে আমি কি পেলাম?

নারী হিসেবে কোন সম্মান পেলাম!
আমি জানি আমি বঞ্চিত অবহেলিত নারী।
শাশুড়ির দেওয়া সেই তকমা এখনো বহন করি
চিতায় গেলে হয়তো, আমি নিস্তার পেতে পারি।
প্রশ্ন সমাজের কাছে আমি কি পেলাম?

কবি পরিচিতি
করিমপুর নদীয়া ভারত

স্বপন গায়েন এর কবিতা

একটু উষ্ণতার জন্য

একটু একটু করে সরে যাচ্ছে দ্রাঘিমারেখার মেঘ
ভালোবাসার হিমেল পরশের স্পর্শে জেগে ওঠে ভোর
চাওয়া পাওয়া হিসেব নাই বা মিলুক সবসময় -
ভালোবাসার জন্যে কেটে যাক অনন্ত বেহিসেবী রাত।

চাঁদের মরমী আলোয় ভুলে যায় সব অভিমান
হৃদয়ের অলিতে গলিতে জেগে ওঠে ভালোবাসার ঝড়
মাঝ দরিয়ায় নাবিকের মত শঙ্কিত দৃষ্টিতে আকাশ দেখা
ঝড়ের কোনো পূর্বাভাষ আছে কিনা ঐ মাঝ সাগরে।

ভালোবাসার উষ্ণ প্রসবণে সেই সব ভয় নেই -
হারিয়ে যাবার এক অচিন সুখে মগ্ন হয়ে যায় সব্বাই
বোবা অভিমানগুলো ভেসে যায় ভালোবাসার স্রোতে
কাঙাল হৃদয় করেছি দান একটু উষ্ণতার জন্যে।

শিশির ভেজা ভোরে কখনো শুনেছো কী
ভোর পাখিদের মিষ্টি কলতান
অবিশ্রান্ত জ্যোৎস্নায় স্নান করছে প্রেমিক প্রেমিকা -
ওষ্ঠের বারান্দায় নতজানু হয়ে আছে পুরুষের সঙ্গম
যুগে যুগে ভালোবাসার অমর কাব্যগুলো হয়ে যায় মহাকাব্য।

কবি পরিচিতি

রঘুনাথপুর, বীরেশ্বরপুর, মন্দিরবাজার,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

ডাঃ উজ্জ্বল মিশ্র এর কবিতা

সাঁকো

আমার এই পাড়েতে বসত,
তুমি অন্য পাড়ে থাকো।
মাঝে ঢেউ উত্তাল নদী,
তুমি কুমির পুষে রাখো।

কুমির ঘাপটি মেরে থাকে,
তার নাম দিয়েছি অহং।
তুমি মানবে না তা জানি,
খোঁজো অন্য কিছু বরং।

মাঝে মস্ত ভুলের নদী,
তুমি বলতে পারো জাঁকও।
হাত হাতের কাছে এলেই,
দেখো পৌঁছে গেছো সাঁকোয়।

রাত এপার ওপার জুড়েই,
ভাঙন পুড়তে থাকে একাই।
পুরু চশমা চোখে আঁটা,
শুধু খুঁড়তে থাকা শেখায়।

ঢেউ ছেটায় জলকণা,
বাষ্পে ঝাপসা হলো নজর।
ভুল বোঝার গল্প এটাই,
এটার থেকেই হাজার ওজর।

ওজর যেটাই দিয়ে থাকো,
মোদ্দা এটাই তা'লে দাঁড়ায়।
হৃদয় হৃদয়কে ছোঁয় সাঁকোয়
যেই হাত দুটো কেউ বাড়ায়।

মেঘ সাঁকোয় এলেই ভাঙে,
কথা শাওনধারায় নামে।

কবি পরিচিতি

পেশায় চিকিৎসক। বর্তমানে NUHM এর চিকিৎসক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের
আসানসোলে বস্তি এলাকায় চিকিৎসার কর্মকান্ডে যুক্ত।

হুমায়ূন কবির এর কবিতা

সময়ের ব্যবধান

ছোট্ট বেলায় দেখতে পেতাম কৃষাণ কেমন খাটে
পুবের আকাশ ফর্সা না হয় ছুটত তখন মাঠে।
হালের বলদ কাঁধে লাঙ্গল হুক্কা-আগুন হাতে
বাদলা দিন আর মাঘের শীতে হয়নি বাধা তাতে।

ধানের মাড়াই উঠান মাঝে চলত দুপুর রাতে
ভোর না হতেই ঢেঁকি'র ঘরে ননদ-ভাবি সাথে।
নাওয়া-খাওয়া সকল ভুলে ফসল তোলার রেশে
সোনালী আঁশ পাটের খ্যাতি ছিল নানান দেশে।

এই সব এখন অতীত স্মৃতি গল্প গাঁথার ঝুলি!
মাটির সোঁদা গন্ধ গায়ে অমনি গেলাম ভুলি।
বলদ বিহীন কলের লাঙ্গল যখন তখন চাষে
বয়লার অটো পাড়ায় পাড়ায় ঢেঁকি'র জীবন নাশে!

অলস এখন গাঁয়ের চাষী মাটির মায়া ছাড়ি
চারা রোপণ, ধানের মাড়াই সবি কলের গাড়ি!
উৎপাদনের খরচ গেল কয়েক গুণে বেড়ে
বর্গা চাষের কতক চাষী আবাদ দিলো ছেড়ে।

কলের যুগে হাইব্রিড এলো আবাদ নয়কো দেশী
ফরমালিন দিই তাতে আবার রাখতে তাজা বেশী।
মানব তোমার বিবেক কোথায়, নাই কি তোমার দিশে?
মরণ ব্যাধি ডেকে আনে ফরমালিনের বিষে।

কবি পরিচিতি:
হরিপুর, আটপাড়া, নেত্রকোণা , বাংলাদেশ ।

মুহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন এর কবিতা

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

ফুল ছিলো

আমার একটা ফুল ছিলো
ফুলের অনেক ঘ্রাণ ছিলো
সবাই ফুলের ঘ্রাণ নিলো
মন কাননে বাঁধলো আপন ঘর
জীবনখানা সফল করতে
খুশি দিলে খাঁটিটুকু ধর।

মায়ায় ভরা জন ছিলো
জনে ধনে মান ছিলো
স্নিগ্ধ মধুর প্রাণ ছিলো
ছিলো না কেউ স্বার্থপর
অতি আরো কাছে এসে
প্রেমের ঘরে ভর।

সব কিছুতে সুখ ছিলো
দুঃখটাকে ভুল ছিলো
মনে মনে মিল ছিলো
কেউ কারো নয়কো পর
সত্য যাহা খুঁজ ছিলো
ন্যায় নীতিতে বুঝ ছিলো
আপন বাড়ি ফির ছিলো
মরণ আসার পর।

কবি পরিচিতি
রথী , সোনাইমুড়ী , নোয়াখালী, বাংলাদেশ

বুলু বিশ্বাস এর কবিতা

অন্ধকার আর আমি!

রাতের অন্ধকার আমায় টানে
সারাদিনের কর্মকান্তি জড়ো হয়ে আসে রাতে
নিজের ভুবনে হারিয়ে যায় ;
প্রশ্ন করে উত্তর খুঁজি বার বার

আমি প্রতিনিয়ত তোমায় দেখি কালো
অন্ধকার আমায় দেখে না!
কালো অন্ধকারের তো আমার মত
দুটো চোখ নাই, হৃদয়ে কোন জ্বালা নাই।

দিনের আলোর আগমন ঘটলে
রাতের অন্ধকার বিনা প্রতিরোধে নিজে সরে যায়,
কেন এমন হয় ভাবনায় ভরে মন !

রাতের অন্ধকার আর আমি দু'জনই কালো
বাকিরা সবাই জগতের আলো,
দু'জনই প্রতিদিন একটু একটু করে আলোর
সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা,
যদি কপালে জুটে আলোর সন্ধান !

কবি পরিচিতি
গাজীপুর, বাংলাদেশ

অমরেন্দ্র সেন এর কবিতা

জীবন পথে

একটু দেখা একটু চাওয়া
একটু বলা একটু হাসা
চলার পথে একটু পাওয়া
জীবনে পথে ভেসে আসা
মধুর ছোঁওয়া হৃদয় পারে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব শাখে
কত ফুল ফোটে ঝরে
সুবাস তবু লেগে থাকে
স্মৃতি রেখার লতা ধরে
জীবন চলার পথের ধারে।
বিন্দু বিন্দু বাষ্প নিয়ে
বাদল হয় আকাশে গিয়ে
পথের চাওয়া পথের হাসা
বিন্দু বিন্দু ভালোবাসা
হৃদয় নদে বয়ে চলে,
তারি দোলা তারি আবেশ
অনিমেষ হয়না শেষ
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবের দোলা
রসের দোলে মন উতলা
হৃদয় ভাবের পয়ধী জলে।

কবি পরিচিতি
উত্তর দিনাজপুর, কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ ভারত।

মীর মুরশিদ জাহাঙ্গীর এর কবিতা

শীতকাল প্রস্থানের কালই বোধ হয়

শীতকাল প্রস্থানের কালই বোধ হয়।
কোন এক শীতে আমার নানু আর জেগে উঠেন নি,
মাঘের শীতে চাচার লাশ নেমেছিল কবরে।
খুব ছোট্ট বেলায় আমি আর রুনা,
কুয়াশা ভেজা সকালে দাড়িয়ে ছিলাম পুকুর পাড়ে।
এখনো ছবির মতো চোখে ভাসে
রুনার শেষ হাতছানি ডুবে যাওয়া নিস্তব্ধ পুকুরে।

ডিসেম্বর স্কুল ছুটিতে
আমি আর বেলাল ছুটতাম রেল লাইন ধরে,
পাথর নুড়ি কুড়াই।
এক মজার খেলা,
পাঁচ পয়সা রেখে আসি লাইনের উপরে।
পয়সা নাকি চুম্বক হবে!
চুম্বক নয় কিসের টানে ট্রেনে কাটা পড়ে
সেই বেলাল চলে গেল ও-ই ওপারে।

কোন এক হালকা শীতে, মুখ ভারী করে আসলে তুমি।
জানালে এই সম্পর্ক থাকে কি করে!
জানিয়ে শুনিয়ে চলে গেলে অনাড়ম্বরে
জড়িয়ে আমার উষ্ণ জীবন কুয়াশার চাদরে।

গত শীতে বাবা চলে গেলেন,
চলে গেলেন বাবার মতই
সন্তানের কষ্টের একেবারেই অগোচর।

এখন শীত আসলেই আঁতকে উঠি,
শুধু ভয়ই হয়, মৃত্যুর কথাই মন হয়।
কারো যাবার হয়েছে কি সময়?
শীতকাল প্রস্থানের কালই বোধ হয়।

কবি পরিচিতি
গাজীপুর , বাংলাদেশ
বর্তমান নিবাস ঢাকা , বাংলাদেশ, পেশাঃ চিকিৎসক

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

Md. Jayed Aziz এর কবিতা

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা কি আজ আমি বুঝেছি
অসীম আকাশের নীল ছুঁতে পারা
স্বাধীনতা কি আজ আমি বুঝেছি
হৃদয় মাঝে কোমল শান্তির এক পরশ
অন্ধকার পেরিয়ে এক আলোর দেখা
যে আলোয় ছেয়ে যায় সব, হয় সব আলোকিত
এরেই বুঝি বলে স্বাধীনতা।
বিজয় উল্লাসে দিগ্‌বিদিক মাতিয়ে
এক প্রচন্ড গতির নামই বুঝি স্বাধীনতা।
অন্যায়ের শৃঙ্খল হতে বের হয়ে
নব আলোকের পথে যাত্রা
সকল অনিয়ম কে পাশে ফেলে
সব শঙ্কা দূর করে এগিয়ে যাওয়াই বুঝি স্বাধীনতা।
আমি স্বাধীন, আজ স্বাধীন, অনেক স্বাধীন
মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে অসীম আকাশ ছুঁতে যাই আমি
আমি স্বাধীন, আজ স্বাধীন, অনেক অনেক স্বাধীন

কবি পরিচিতি
ভোলা, বাংলাদেশ।

নুর হোসেন ভূঁইয়া এর কবিতা

কলম

শব্দের স্রোতে বয়ে চলি আমি;
সাদা পাতায় ছড়িয়ে দিই ভাব,
তোমার ভাষায় আমি লিখি,
গান, গল্প, আর মনের অনুভূতি।

আমার হৃদয়ের কালো রক্তে,
লিখি বাংলার ইতিহাস;
আমি সৃষ্ট ,করি সৃষ্টি,
খুঁজি বিস্ময় দূরদৃষ্টি।

মৃত্যু লিখে ভেঙে যাই আমি,
নিঃশব্দে কাঁদাই অপরাধী।
শত চিন্তা গল্পে লিখি,
কবিতায় বেঁধে রাখি ইতিহাসের ছবি।

আমি নই শুধু সরঞ্জাম অস্ত্র বটে,
তুমি হয়ে গর্জে উঠি ,প্রতিবাদের তটে।
আমি তোমার সাহসের হাত।
সারা জীবন লিখে যাবো সত্যের আয়াত।

কবি পরিচিতি
ফেনী, বাংলাদেশ। পেশাঃ ছাত্র কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল ,
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়,গাজীপুর (ডুয়েট)

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

মোঃ মুসা এর কবিতা

ইচ্ছে করে ঘুরে দাঁড়াই

ইচ্ছে করে তোমার কাছে ঘুরে দাঁড়াই
দুয়ের মাঝে এক হয়ে যাই,
ভুলভাল যা; লাথি মেরে দূরে ফেলে
এক হয়ে যাই যা কিছু তাই।

ইচ্ছে করে তোমার সাথে নম্র ভাবে
কথা বলার সাহস করি,
উচ্চস্বরে বাক বিতক্তা কোরবানি দেই
তোমার দুটো পায়ে ধরি।

জনম কালের বিবর্তনে মাপের জন্য
দাড়িয়ে থাকি যুগের ঘারে,
যুগ কাটিয়ে যুগান্তরে তোমার জন্য
মা চেয়ে একাধারে।

তোমার জন্য একশ বারে কানে ধরি
উঠা বসা করতে করতে মাপ পেয়ে যাই,
তবে যদি তোমার কাছে ফিরতে পারি
এই আকাঙ্খার সতর্ক সাধ তা যদি পাই।

কবি পরিচিতি
বাসা শশীভূষণ চরফ্যাশন ভোলা।

কবি বুলবুল বলছেন কথা, বৃক্ষরোপন আর কবিতা।

তিন কবির কবিতা পাঠ, শ্রুতিমধুর সাহিত্য হাট।

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

চায়ের আড্ডায় কিছু কবি, কোয়াশা মাখা ভোরের ছবি।

যারা ছিলেন বিদায় বেলা, ঘুরাঘুরি আনন্দমেলা।

আনসারুল ইসলাম এর কবিতা

মেঘ শরতের দেশে

সাজছে আকাশ সাজছে বাতাস
হাওয়ায় দুলছে যে কাশফুল।
পাপড়ি মেলে দুলছে ডালে
সে যে সাধের শিউলি ফুল।
আসছে ঘরে বছর পরে
বাঁকা মাঠের পথটি ধরে।
নতুন সাজে আসছে যে মা
আবার নতুন ভাবে ফিরে।
রঙের ছোঁয়া আকাশ জুড়ে
তুমি আসছো বলে !
মাঠ সেজেছে নতুন ভাবে
সাজিয়েছে কাশফুলে !
আকাশ হতে নামবে বলে
মেঘ সাজিয়েছে সিঁড়ি !
হাজার মা তার আঁচল দিয়ে
সাজিয়েছে বসার পিঁড়ি!
ঢাকি ব্যস্ত- ঢোলক নিয়ে
কাঁসর হাতে খোকা !
ভালো থাকার আসায় নাচে
সেই যে ছোট্ট খোকা !
ফুলের ডালা সাজিয়ে পথে
দাঁড়িয়ে রয়েছে মালী!
দিনে দুবার পাইনা খেতে
চোখের নিচে কালি !
সবজি মাথায় শহরের পথে
ষাট বছরের বুড়ি !
প্রতিটি বছর এভাবেই কাটে
মাথায় যে তার ঝুড়ি!
শত দুর্গা বস্তিতে থাকে
তুমি তো বসো অট্টালিকাই !
হাজার দুর্গা পেটের দায়ে
ঝুপ ঝাড়েতে শরীর বিকায়!
মনের মাঝে মেঘ জমেছে
বৃষ্টি হয়তো নামবে পরে !
আর থেকো না দাঁড়িয়ে দূরে
এসো মা এবার ঘরে !
অতিথি তুমি চার দিনের মা
দেখনা চোখটি মেলে !
চাইছে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান
হাজার দুঃখী দুহাত তুলে !
আর দেরি নয় এসো মা
এবার সাদা মেঘে ভেসে !
করুণা নিয়ে এসো মা তুমি
মেঘ শরতের দেশে !

কবি পরিচিতি
মুর্শিদাবাদ

সুলতান মাহমুদ এর কবিতা

প্রেম

যে প্রেমে পড়ল
সে ভাবল প্রেম মানে কিছু অনুভূতি
কিছু হরমোনের বিচ্ছিন্ন নড়াচড়া
মগজের কোনে চিনচিন ব্যথা
হৃদয়ের অলিন্দে শত ফুল ফোটা।

সে জানল যে এক ভরা বর্ষা
এক বর্ষণ মুখর বিকেল
বারান্দায় বসে আনমনে এক কাপ চা
একটা কবিতার বই, একটা হলুদ খাম

যে প্রেমে পড়ল
তার চোখে সবটাই আলো
নিকষ অন্ধকার, কুহুকের মায়াজাল
প্রতারণার ছায়া, সবটাই জাগায় মায়া

সে জানল প্রেম এক প্লেট আবেগ
প্লেটের পান্তাকেও মনে হয় কাচ্চি বিরিয়ানি
সে শূন্যতায় পূর্ণতার জাল বুনে, মৃদু হাসে
কল্পনার রথে চড়ে পাড়ি দেয় সপ্ত সিন্ধু নদ!

যে প্রেমে পড়ল
তারে যে বাঁধল না অসীম ক্ষমায়
তার শত ত্রুটি এড়ালো না নিরব উপেক্ষায়
সে জানুক সে ভুল পাত্রে জানিয়েছে প্রণতি।

প্রেম আর কিছু নয়
শুধুই ক্ষমা, অবিরাম ক্ষমা।

কবি পরিচিতিঃ
জন্ম শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার চরআত্রায় নানা বাড়ি
বর্তমান নিবাস- নড়িয়া পৌরসভার পশ্চিম লোনসিং গ্রাম। পেশা- চাকরি।

বিদ্যুৎ বরণ বারিক এর কবিতা

ঝরে পড়তে বাকি

মল্লিকা গুলো ফুটেছিল কেন আমাকে বলতে চায় না
প্রয়োজনে শুধু হাতে পায়ে পড়ে, জুড়ে দেয় মেলা বায়না
সিন্দুর জলে ভিজিয়েছে চুল, আদরের গুলি খায় না
মরিচের ঝালে বিভোর খেয়াল, মরীচিকা চেয়ে বায়না।

বিলিয়েছে সব জমানো রত্ন নাই কিছু অবশিষ্ট
চাহিদার খেলা সহ্য হয় না, শব্দের ঘায়ে পিষ্ট
আসনের দাবি, আঁচলের চাবি, হারিয়েছে 'উচ্ছিষ্ট'
বিলীনের খোঁজে দিশেহারা হারা মন পেয়েও পায়নি কৃষ্ট।

স্বপ্নের লাশ দাফন হয়নি পচছে সদর দরজায়
পিপীলিকাগুলো ব্যস্ত ভীষণ আপন বাঁচার তরজায়
গুটি কয়বার মিলেছিল সুখ জীবনের কোন পর্যায়
স্বপ্নের লাশ দাফন হবে কি?
পচবে সদর দরজায়?

কবি পরিচিতি
মাধ্যমে : বিশ্বজিৎ শাসমল

শ্যামল কুন্ডু এর কবিতা

এ কোন স্বদেশ

খোঁজ নিয়ে দ্যাখো,
যেই ছেলেটা মিছিলে হাঁটে মুষ্টি বদ্ধ হাত,
তার চলাতে নেইকো সকাল গহন দুঃখ রাত।
ভোটের দেওয়াল করতে দখল যেই ছেলেরা লড়ে,
বোমা গুলি হাতে সেই ছেলেরাই ভায়ে -ভায়ে লড়ে মরে।
নেতাকে জেতাতে গোপন ডেরায় যে দিশেহারা বোমা বাঁধে,
খোঁজ নিয়ে দ্যাখো,দগদগে ঘা হৃদয় হাঁপড়ে যন্ত্রণা সুর সাধে।
এক লহমার ছোট্ট ভুলে তার, সব হয়ে যায় ছারখার।
তখন প্রহর ঘোর দ্রোহকাল দশ দিকে তার দুখ আধাঁর।
বুক খালি হয় তারই মায়ের বউ হয় তারই বিধবা,
তার ই সন্তান হয় অনাথ আর সুখী কাল থাকে সধবা।
ওদের ভাবনা ভাবেনা কেউ ই চায়না দুঃখ ঘুচে যাক।
কেউই কখনও চায়নি ওদের সু দিন ভোরের গান শোনাক।
ওরা বোঝে, অভাবী জনের খিদে মিটে গেলে নেতার পেছনে আর হাটবে না,
স্লোগান তুলে ভরাতে ব্রিগেড -পল্টন ওরা তখন আর খাটবে না।
তাইতো ওদের ঘন দুখ রাত তমসা হয়না অবসান,
নেতা চায়, থাক অভাব-বেকারি, নতুবা জেতাতে কে দেবে স্লোগান।
সাম্প্রদায়িক ধর্ম লড়াই, এতো বোকা বানাতেই সৃষ্টি,
ওরা চাই, বোধ হামাগুড়ি দিক মূক-বধির হোক সত্য কৃষ্টি।
তাইতো অবাধে নেশা ও ফুর্তি কাবে ঢালাও বরাদ্দ সব।
যেনো মগজটা বুদ হয়ে থাকে হয় আলোর চেতনা রদ
কতদিন, আর কতদিন বলো রোবট বানিয়ে রাখবে?
পালাবার পথ পাবেনা বন্ধু যেদিন,
শান্তবাতাস হিসাব মেলাতে উত্তাল হয়ে হাঁকবে।
সেদিন পথের ধুলো মাথার উপরে তুলবে, ভয়াল বজ" ঝড়,
সেদিন দাম্ভিক রাজা,হবে চুরমার তোমার এ অত্যাচারের গড়।

কবি পরিচিতি
(নৈহাটি, উত্তর ২৪পরগনা,ভারত,)

রতন দেবনাথ এর কবিতা

প্রত্ন চিহ্ন

আমরা কি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছি, অজেয়া?
নাকি এগিয়ে যাচ্ছি আলোকবর্ষের গতিতে!
সমান্তরাল চলমান সভ্যতা কি
আমাদের নামিয়ে দিল তাদের শকট থেকে,
আর বেঁধে রেখে দিল পরম্পরার খুঁটিতে!
আমরা একে অপরকে দেখতে পাচ্ছি না কোনভাবেই
আমাদের হাত দুটো পিছমোড়া করে খুঁটিতে আটকানো
হঠাৎ যেন থমকে গেছে চলন- গমন, চিন্তনের বাক!
মাঝেমধ্যেই ধেয়ে আসা ধুলো ঝড়
আমাদের চোখ-মুখ ঢেকে দিচ্ছে
প্রবল ঔৎসুক্যে পর্যটনে যাওয়া যানের যাত্রীরা
স্থবির -প্রত্ন ভেবে তুলে নিচ্ছে আমাদের ছবি, অথবা
ভাবছে প্রাগৈতিহাসিক জীবাশ্ম কোন-এক!
কোনদিন হয়তো শুরু হবে খনন ,শ্রাবন্তীর সূমতার
অনুসন্ধান চলবে তোমার প্রত্যঙ্গে, আমার ধমনীতে;
লেখা হবে এনাটমির নতুন অধ্যায়,
যা নতুন শতাব্দীর মানুষের শরীরে বিরল!

অথবা, আমাদের গতি যদি সত্যিই আলোর গতিবেগ
ছাড়িয়ে যায়, তবেতো আমাদের সামনে
ভেসে উঠবে জীবন্ত অতীত!
ভাবো একবার, সেই সোনালী দিনগুলো
আমরা আবার দেখতে পাবো :
বশির কাকার গরুর গাড়ির পেছনে একসাথে বসে
পা দুলিয়ে দুলিয়ে সোনালী ধান আনতে যাওয়া,
সেই বৃষ্টির দিনে তোমাকে আমার পুষ্পক রথে চাপিয়ে যেতে যেতে বৃষ্টি-ভেজা খেলা!
নাকি এসবই মিথ্যে, অথবা মিদ-এর কঙ্কাল!
তবে কি গতি হারিয়ে ওদের কাছে আমরা সত্যিই প্রত্ন চিহ্ন হয়ে গেছি, অজেয়া!

কবি পরিচিতি
মাধ্যমে : বিশ্বজিৎ শাসমল

কিশোর কুমার মজুমদার এর কবিতা

কালবেলা

রক্ত নেই যার গায়ে
অন্ন নেই যার পেটে
বুজবে সে কি রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত
বাধ নাই কোন ঘাটে?

যেই মেয়েটা ক্ষুদার জ্বালায়
মান সম্মান বেঁচে
সেই মেয়েকি গাইবে গান
ধর্ষনের প্রতবাদে?

চাঁদ যেখানে আকাশেই
যুগ যুগ ধরে কলঙ্কিনী
সেইখানে ধর্ষিতা এই
কাদম্বিনী কতটা গুনী?

খুন করে প্রমান লোপাট
সহজ সরল হিসাব,
পাল্টে যায় রং তখনি
যখন নারী জাগে রাত।

বিশ্বজিৎ শাসমল সুপারিশ

কবি পরিচিতি
মাধ্যমে : বিশ্বজিৎ শাসমল

আবদুর রহমান রাসু এর কবিতা

ভুল ঠিকানায়

ঘরের আলোয় আমার চোখ খোলা
বাহিরের আলোয় জ্বলসে যায় ?
ঘরের দেয়ালে আমি দেখি আকাশ
বাহিরের আকাশ দেখি নাই ?

পথের মাঝে কাঁটাতার, ওপারে কোলাহল
বরফের গায়ে হেঁটে যায় সাদা লাশ ?
আগন্তুক দেখে পুরাতনরা মরে গেছে
শূন্য ভিটায় ছাই আর পরিবর্তনের খোলস ?

হঠাৎ করে পাওয়া ঠিকানায় এক কোটি ভুল
আগন্তুক পথে চলে অসীম যাত্রায় ?
রথ ছাড়া পথে আটকে ধরে কেয়ার কাঁটা
দুই চোখে পড়ে যা সবি তো অচেনা

কবি পরিচিতি

কেরামতপুর, সুবর্ণচর, নোওয়াখালী বাংলাদেশ।

সাইফ উদ্দিন সায়েম এর কবিতা

পরিণাম

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

করেনা যে সুখের তালাশ
হয়না সে কখনো হতাশ।
দুঃখ তারে ছুঁতে পারে না
সুখেই থাকে বারোমাস।

সুখ নাই, সুখ নাই বলে -
করে যারা হাহুতাশ;
দুঃখ তাদের ভালোবেসে -
করে যায় সর্বনাশ।

যা আছে তা নিয়ে
মোটেও নেই যাদের সন্তোষ ;
সুখ স্বে''ছায় কখনো-
তাদের সাথে করেনা আপোষ।

সন্"ষ্টি, কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়ায়-
নেই যাদের অভ্যাস,
দুঃখ তাদের সঙ্গী হয়ে-
অবশিষ্ট সুখের করে দেয় নাশ।

কবি পরিচিতি

পশ্চিম পূর্বচন্দ্রপুর, দাগনভূইয়া, ফেনী
২০১১ সালে 'বই পাঠ' প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে ১ম স্থান অর্জন।

শরীফ মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান এর কবিতা

ক্ষুধার্ত শিশু

সবটাই অসময় তার কাছে
ছিন্নমূল শিশু,খালি পেট,রাস্তয় বিছানা,
নীল আকাশের নীচের জমিন ঠিকানা
শুধুই ভাবনা-অযাচিত বেদনা।

জনক-জননী নেই,ক্ষুধা আছে
জানে না রাস্তার শিশু তার পরিচয়,
শুধু সে জানে তার উদর
সব সময় খাদ্য চায়।

তবে হয়তো জারজ সে,জানে না শিশু
সভ্যতা কাকে বলে তাও জানে না,
জন্মান্তরে জানে শুধুই ্ধার্ত সে
ক্ষুধা মেটাতে পারলে আর কিছু সে চায় না।

সমস্ত কিছু গ্রাস করতে চায় তার উদর
অথচ খালি পেটেই সম্বল তার,
সে জানে তার পরিচয় ক্ষুধার্ত শিশু
তাই সব সময়ই অসময় তার।

কবি পরিচিতি:
বরিশাল বাংলাদেশ

গৌতম ভট্টাচার্য এর কবিতা

তিলোত্তমা

একটি মৃত্যু নিস্তেজ হয় সূর্য মৃত্যু
একটি মৃত্যু মলিন চন্দ্রমা
একটি মৃত্যু শোকের ছায়া মুখে
একটি মৃত্যু বুকেতে যন্ত্রণা।

একটি মৃত্যু সবাই উঠেছে জেগে
একটি মৃত্যুরাত দিন বোঝা ভার
একটি মৃত্যু রাজ পথ ঘর বাড়ি
একটি মৃত্যু লজ্জা আসেনি তার

একটি মৃত্যু মিছিলে মোমবাতি,
একটি মৃত্যু আন্দোলনের পিল
একটি মৃত্যু রাজনীতিতে নেই
একটি মৃত্যু খেলার মাঠেতে মিল।

একটি মৃত্যু মায়ের চোখে জল
একটি মৃত্যু বৃদ্ধ উকিলের হাসি
একটি মৃত্যু চায়ের আমন্ত্রণ
একটি মৃত্যু সাজানো লোকের ফাঁসি?

একটি মৃত্যু ছিল না আকাঙ্ক্ষিত
একটি মৃত্যু খুলেছে অনেক চোখ
একটি মৃত্যু যুদ্ধের তরবারি
একটি মৃত্যু তবুও মানুষ হোক ?

কবি পরিচিতি
পূর্ব বর্ধমান, ভারত

জোনাইল বাশার এর কবিতা

বন্দী মায়ার ফের ছবি নেই

আদিল বাহার, জানো কি তার বান্ধব আছে ঢের
তুমি এক অচিন পাখি বন্দী মায়ার ফের
সে ফুলের সৌরভ, সাগর কল্লোলের ধ্বনি
সে তোমারে গল্প শোনায়, যে তার হৃদয় মণি।

তুমি তার দূরের কেউ , যেন ভিন্ন ভাষার গান
যে তোমারে পায় না বুঝতে, তবে কেন অভিমান!
ভালো থাকুক যে তোমারে ভাবে দূরের কেউ
তুমি না হয় জীবন নদীর অযাচিত ঢেউ।

তুমি যারে ভালোবাস দূর হতে যাও বেসে,
সে যদি তোমারই হয় আসবে কাছে শেষে।
তারে তুমি যতনে রেখ,ভেঙনা তার মন
বন্ধু ছাড়া যায় কি বাঁচা? কাটে না তো ক্ষণ!

কবি পরিচিতি:
নেত্রকোনা,ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।

সৈকতের কিছু ছবি, তুলে ছিলেন রূপক কবি।

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

স্মৃতি রাখতে সকল কবি, অনুষ্ঠান শেষে তুলেন ছবি।